Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা -১৩

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে। সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ

৫৩। ওয়ামা~উবার্‌রিউ নাফ্‌সী, ইন্নান নাফ্‌সা লাআম্মা-রাতুম বিস্‌সূ—ই ইল্লা- মা- রাহিমা রাব্বী ;
(৫৩) 'আর আমি আমার নিজেকে নির্দোষ বলছি না। প্রত্যেকের মনই মূলতঃ মন্দকর্মপ্রবণ। তবে যাকে আমার প্রভু দয়া করেন তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক

إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ

ইন্না রাব্বী গাফূরুর রাহীম্। ৫৪। ওয়া ক্বা-লাল্ মালিকু'তূনী বিহী~আস্‌তাখ্‌লিছ্‌হু লিনাফ্‌সী, ফালাম্মা- কাল্লামাহূ
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (৫৪) বাদশাহ বলল, 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তাকে আমার বিশ্বস্ত সহচর নিযুক্ত করব।' পরে বাদশাহ তার সাথে আলাপকালে

قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٥﴾ قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ

ক্বা-লা ইন্নাকাল্ ইয়াওমা লাদাইনা- মাকীনুন্ আমীন্। ৫৫। ক্বা-লাজ্ব 'আল্‌নী 'আলা- খাযা-'ইনিল্ আর্‌দ্বি
বলল, আজ থেকে আপনি আমাদের কাছে একজন মর্যাদাবান ও বিশ্বস্তলোক হিসেবে গণ্য হলেন।' (৫৫) ইউসুফ বললেন, 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন,

إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ

ইন্নী হাফীজুন্ 'আলীম্। ৫৬। ওয়া কাযা-লিকা মাক্কান্না- লিইউসুফা ফিল্ আর্‌দ্বি, ইয়াতাবাওয়্যাউ মিন্‌হা- হাইছু
আমি বিশ্বস্ত হেফাজতকারী ও জ্ঞানবান।' (৫৬) এভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম। তিনি সে-দেশে যেখানে ইচ্ছা সেখানে

يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَلَأَجْرُ

ইয়াশা—উ ; নুছীবু বিরাহ্‌মাতিনা- মান্ নাশা—উ ওয়ালা-নুদ্বী'উ আজ্‌রাল মুহ্‌সিনীন্। ৫৭। ওয়ালাআজ্‌রুল
বসবাস করতে পারতেন। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি। আর আমি শ্রমফল নষ্ট করি না সৎকর্মপরায়ণদের। (৫৭) যারা ঈমানদার

ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٨﴾ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟

আ-খিরাতি খাইরুল্ লিল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া কা-নূ ইয়াত্তাকূন্। ৫৮। ওয়াজ্বা—আ ইখ্‌ওয়াতু ইউসুফা ফাদাখালূ
ও মুত্তাকী, তাদের জন্য আখেরাতের পুরস্কারই উত্তম। (৫৮) অতঃপর ইউসুফের ভাইয়েরা (তার কাছে) আসল এবং তার কাছে গিয়ে পৌঁছল। তখন তিনি তাদেরকে চিনতে

عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ﴿٥٩﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى

'আলাইহি ফা'আরাফাহুম্ ওয়াহুম্ লাহূ মুন্‌কিরূন্। ৫৯। ওয়া লাম্মা- জ্বাহ্‌হাযাহুম্ বিজ্বাহা-যিহিম্ ক্বা-ল'তূনী
পারলেন; কিন্তু তারা তাকে (ইউসুফকে) চিনতে পারল না। (৫৯) আর তিনি যখন তাদের রসদ পত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন, তখন বললেন, 'তোমরা আমার কাছে তোমাদের

بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٦٠﴾

বিআখিল্লাকুম্ মিন্ আবীকুম, আলা- তারাওনা আন্নী~উফিল্ কাইলা ওয়া আনা- খাইরুল্ মুন্‌যিলীন্।
বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না আমি মাপে পূর্ণমাত্রায় দিয়ে থাকি ? এবং আমি উত্তম অতিথি-পরায়ণ লোক ?

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৫৮) ঃ وجاء اخوة -সে সময়ের ঘটনা। যখন স্বচ্ছলতার সাত বছর শেষ হয়ে দুর্ভিক্ষের সাত বছর শুরু হয়ে গেল; তখন এর প্রভাব মিশর ছাড়া এর বাইরে এমনকি কেনান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল। যেখানে হযরত ইয়াকুব (আ) ও ইউসুফ (আ)-এর ভাইগণ বসবাস করছিল। হযরত ইউসুফ (আ) অত্যন্ত কৌশলের সাথে যে ব্যবস্থা নিয়ে ছিলেন তা খুবই উপকারে আসল। বিভিন্ন এলাকা হতে হযরত ইউসুফ (আ)-এর নিকট খাদ্যশস্য নিতে আসতে লাগল। পিতার অনুমতি নিয়ে ইউসুফ (আ)-এর ভাইগণও ঘরের পুঁজি নিয়ে খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্য ইউসুফ (আ)-এর কাছে আসল। কিন্তু তাঁকে এ ভাইরা চিনতে পারছিল না। অথচ ইউসুফ (আ) তাদেরকে চিনতে পারছিলেন। (কুঃ কারীম)

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴿٦٠﴾ قَالُوا سَنُرَاوِدُ

৬০। ফাইল্লাম্ তা'তূনী বিহী ফালা- কাইলা লাকুম্ 'ইন্দী ওয়ালা- তাক্বরাবূন্। ৬১। ক্বা-লূ সানুরা-

(৬০) 'কিন্তু তোমরা তাকে আমার কাছে না আনলে কোন খাদ্য-শস্য পাবে না এবং তোমরা আমার কাছে ধারেও আসবে না।' (৬১) তারা বলল, 'তার বিষয়ে আমরা

عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ

ওয়িদু 'আনহু আবা-হু ওয়া ইন্না- লাফা-'ইলূন্। ৬২। ওয়া ক্বা-লা লিফিত্ইয়া-নিহিজ্'আলূ বিদ্বা-'আতাহুম্ ফী রিহ্বা-লিহিম্

পিতাকে রাজী করানোর চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে তা পারতেই হবে।' (৬২) ইউসুফ তার' গোলামদেরকে বললেন, 'তারা যে পণ্যমূল্য দিয়েছে তা তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে

لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوا

লা'আল্লাহুম্ ইয়া'রিফূনাহা~ইযান্ক্বালাবূ~ইলা~আহলিহিম্ লা'আল্লাহুম্ ইয়ার্জ্বি'উন্। ৬৩। ফালাম্মা- রাজ্বা'উ~

দাও। তাদের পরিবারের কাছে ফিরে গিয়ে যাতে তারা তা চিনতে পারে। তা হলে তারা পুনরায় ফিরে আসতে পারবে। (৬৩) অতঃপর তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল,

إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ

ইলা~আবীহিম্ ক্বা-লূ ইয়া~আবা-না- মুনি'আ মিন্নাল কাইলু ফাআর্সিল্ মা'আনা~আখ্-না- নাক্তাল্ ওয়া ইন্না-লাহূ

তখন বলল, 'হে পিতা ! আমাদের জন্য খাদ্য শস্যের সরবরাহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তাই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে আমরা খাদ্য শস্যের বরাদ্দ নিয়ে আসতে পারি।

لَحَافِظُونَ ﴿٦٣﴾ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ

লাহূ-ফিজূন্। ৬৪। ক্বা-লা হাল্ আ-মানুকুম্ 'আলাইহি ইল্লা-কামা~আমিন্তুকুম্ 'আলা~আখীহি মিন্ ক্বাব্লু ; ফাল্লা-হু

নিশ্চয় আমরা তার দেখাশোনা করব।' (৬৪) তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে যেমন বিশ্বাস করেছিলাম তেমন বিশ্বাস করব? সুতরাং

خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ

খাইরুন্ হা-ফিজান, ওয়াহুওয়া আর্হামুর্ রা-হিমীন্। ৬৫। ওয়া লাম্মা- ফাতাহূ মাতা-'আহুম্ ওয়াজ্বাদূ বিদ্বা'আতাহুম্

আল্লাহ্ই শ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (৬৫) যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল পণ্য-মূল্য তাদেরকে ফিরিয়ে

رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۖ هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۚ

রুদ্দাত্ ইলাইহিম্ ; ক্বা-লূ ইয়া~আবা-না- মা- নাব্গী ; হা-যিহী বিদ্বা'আতুনা- রুদ্দাত ইলাইনা-

দেয়া হয়েছে। তারা বলল, 'হে পিতা ! আর কি চাইতে পারি আমরা? আমাদের পণ্য মূল্য ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারের জন্য

وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۝

ওয়া নামীরু আহ্লানা- ওয়া নাহ্ফাজু আখা-না- ওয়া নাযদা-দু কাইলা বা'ঈরিন্ ; যা-লিকা কাইলুই ইয়াসীর।

খাদ্য শস্য নিয়ে আসব এবং আমাদের ভাইকে দেখা-শোনা করব এবং এক উটের চেয়ে অধিক উট বোঝাই রসদ নিয়ে আসব। এতো অতি সামান্য খাদ্য-শস্য মাত্র।'

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬২) ঃ لعلهم يرجعون - দ্বিতীয়বার আসতে তাদের কাছে অতিরিক্ত পুঁজি নাও থাকতে পারে। তাই যাতে পুনরায় পুঁজির অভাবে আসতে বাধার সৃষ্টি না হয় সেজন্য ইউসুফ (আ) এ কাজটি করেছেন। (কুঃ কারীম) ○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৫) ঃ نزداد كيل - অর্থাৎ প্রত্যেককে একটি উট বোঝাই করে খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়। তারা তাদের ভাইয়ের কারণে আরো একটি উট বোঝাই শস্য অতিরিক্ত পাবে। كيل অর্থ মাপ, এখানে অর্থ শস্য। ذالك كيل - এখানে ذالك দ্বারা সে শস্যকে বুঝানো হয়েছে, যা তারা সাথে করে নিয়ে এসেছিল। ذالك-এর আর এক অর্থ বাদশাহর কাছে একটি উট বোঝাই করে শস্য দেয়া খুবই সাধারণ (সহজ) কাজ। (কুঃ কারীম)

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهٖٓ إِلَّآ أَنْ

৬৬। ক্বা-লা লান্ উর্সিলাহূ মা'আকুম্ হ্বাত্তা- তু'তূনি মাওছিক্বাম্ মিনাল্লা-হি লাতা'তুন্নানী বিহী~ইল্লা~আইঁ

(৬৬) পিতা বললেন, 'তাকে তোমাদের সাথে সে পর্যন্ত পাঠাব না; যে পর্যন্ত না আমার কাছে তোমরা এমর্মে আল্লাহ্র কসম কর যে, তোমরা তাকে আমার কাছে অবশ্যই নিয়ে আসবে। অবশ্য যদি

يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٧﴾ وَقَالَ يٰبَنِيَّ

ইউহ্বা-ত্বা বিকুম, ফালাম্মা~আ-তাওহু মাওছিক্বাহুম ক্বা-লাল্লা-হু 'আলা- মা-নাকূলু ওয়াকীল্। ৬৭। ওয়া ক্বা-লা ইয়া-বানিয়্যা

একান্ত অসহায় হয়ে পড়-' তবে ভিন্ন কথা, এরপর যখন তারা তার কাছে প্রতিজ্ঞা করল, তখন তিনি বললেন, 'আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ্র কাছে তা সোপর্দ করা হল।'(৬৭) তিনি বললেন,

لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَٰحِدٍ وَٱدْخُلُوا مِنْ أَبْوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم

লা-তাদখুলূ মিম্ বা-বিওঁ ওয়া-হ্বিদিওঁ ওয়াদখুলূ মিন্ আব্ওয়া-বিম্ মুতাফার্রিক্বাতিন্ ; ওয়ামা~উগনী 'আনকুম্

'হে আমার পুত্ররা ! তোমরা সকলে এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না, ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহ্র কোন বিধান থেকে

مِّنَ اللّٰهِ مِن شَيْءٍ ۖ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

মিনাল্লা-হি মিন্ শাইয়িন ; ইনিল্ হুক্মু ইল্লা- লিল্লা-হি ; 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্তু, ওয়া 'আলাইহি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল্

আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না। সকল বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি এবং যারা নির্ভর করে, তাদের উচিত আল্লাহ্র

ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللّٰهِ

মুতাওয়াক্কিলূন্। ৬৮। ওয়া লাম্মা- দাখালূ মিন হ্বাইছু আমারাহুম্ আবূহুম্ ; মা-কা-না ইউগ্নী 'আনহুম্ মিনাল্লা-হি

উপরই নির্ভর করা। (৬৮) যখন তারা তাদের পিতার নির্দেশ অনুযায়ী শহরে প্রবেশ করল, তখন আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের কোন কাজে আসল না;

مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضٰىهَا ۚ وَإِنَّهُۥ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَٰهُ وَلٰكِنَّ

মিন্ শাইয়িন্ ইল্লা- হ্বা-জ্বাতান্ ফী নাফ্সি ইয়া'ক্বূবা ক্বাদ্বা-হা-; ওয়া ইন্নাহূ লাযূ 'ইল্মিল্ লিমা- 'আল্লামনা-হু ওয়ালা-কিন্না

কিন্তু ইয়াকুব যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা ছিল তার মনের ইচ্ছা- তা তিনি পূর্ণ করেছেন এবং তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন; কারণ, আমি তাকে শিক্ষা

৮ রুকূ ২

أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلٰى يُوسُفَ ءَاوٰٓى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي

আকছারান্না-সি লা-ইয়া'লামূন্। ৬৯। ওয়া লাম্মা- দাখালূ 'আলা- ইউসুফা আ-ওয়া~ইলাইহি আখা-হূ ক্বা-লা ইন্নী~

দিয়েছিলাম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না। (৬৯) তারা যখন ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন ইউসুফ তার ভাইকে নিজের কাছে রেখে বললেন,

أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٠﴾ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ

আনা- আখূকা ফালা- তাব্তাইস্ বিমা- কা-নূ ইয়া'মালূন্। ৭০। ফালাম্মা- জ্বাহ্হাযাহুম্ বিজ্বাহা-যিহিম্

'আমিই তোমার ভাই। তাই তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না।' (৭০) তিনি যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা করে দিলেন তখন তিনি তার

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৬৯) ঃ فلا تبتئس - (দুঃখ কর না) ইউসুফ (আ) তাঁর আপন ভাই বনী ইয়ামীনকে একাকীত্ব তাঁর পরিচয় দিলেন এবং তাঁর ভাইদের কৃতকর্মগুলো বললেন- "তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ কর না।" কেউ বলেন- বনী ইয়ামীনকে তাঁর কাছে রাখার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করা হবে তা তাঁকে পূর্বেই জানিয়ে দিলেন। যাতে সে পেরেশান না হয়। (ইবনে কাসীর)

جَعَلَ السِّقَايَةَ فِيْ رَحْلِ اَخِيْهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ۝

জ্বা'আলাস্ সিক্বা-ইয়াতা ফী রাহ্‌লি আখীহি ছুম্মা আয্‌যানা মুওয়ায্‌যিনুন্ আইয়্যাতুহাল্ 'ঈরু ইন্নাকুম্ লাসা-রিকূন্।
ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে (বাদশার) পানপাত্র রেখে দিলেন। তখন এক আহ্বায়ক ডেকে বলল, 'হে যাত্রীদল ! তোমরা নিশ্চয় চোর।'

۝٧١ قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ۝٧٢ قَالُوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ

৭১। ক্বা-লূ ওয়া আক্বালূ 'আলাইহিম্ মা-যা- তাফ্‌কিদূন্। ৭২। ক্বা-লূ নাফ্‌কিদু ছুওয়া-'আল্ মালিকি ওয়া লিমান্
(৭১) তারা তাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমাদের কি হারিয়েছে ?' (৭২) তারা বলল, আমরা বাদশার পানপাত্র হারিয়েছি। যে তা

جَآءَ بِهٖ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَّاَنَا بِهٖ زَعِيْمٌ ۝٧٣ قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ

জ্বা—আ বিহী হিম্‌লু বা'ঈরিওঁ ওয়া আনা- বিহী যা'ঈম্। ৭৩। ক্বা-লূ তাল্লা-হি লাক্বাদ্ 'আলিম্‌তুম্ মা- জি'না- লিনুফ্‌সিদা
এনে দেবে সে এক উট- বোঝাই রসদ পাবে এবং আমি এর জামিন হলাম।' (৭৩) তারা বলল, 'আল্লাহ্‌র শপথ ! তোমরা তো জান আমরা এ দেশে ফাসাদ সৃষ্টি

فِى الْاَرْضِ وَمَا كُنَّا سٰرِقِيْنَ ۝٧٤ قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ۝٧٥ قَالُوْا

ফিল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- কুন্না- সা-রিক্বীন্। ৭৪। ক্বা-লূ ফামা- জ্বাযা—উহূ~ইন কুন্‌তুম কা-যিবীন্। ৭৫। ক্বা-লূ
করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।' (৭৪) তারা বলল, 'তোমরা যদি মিথ্যা বলে থাক, তবে তার শাস্তি কি হবে ?' (৭৫) তারা বলল,

جَزَآؤُهٗ مَنْ وُّجِدَ فِىْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَآؤُهٗ ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ۝

জ্বাযা—উহূ মাও উজ্বিদা ফী রাহ্‌লিহী ফাহুওয়া জ্বাযা—উহূ ; কাযা-লিকা নাজ্‌যিজ্ জা-লিমীন্।
'যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে তার শাস্তি হবে দাসত্ব।' এভাবেই আমরা জালিমদের শাস্তি দিয়ে থাকি।'

۝٧٦ فَبَدَاَ بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ كَذٰلِكَ

৭৬। ফাবাদাআ বিআও'ইয়াতিহিম্ ক্বাব্‌লা ওয়ি'আ—ই ; আখীহি ছুম্মাস্‌তাখ্‌রাজ্বাহা- মিওঁ ওয়ি'আ—ই আখীহি ; কাযা-লিকা
(৭৬) অতঃপর ইউসুফ তার ভাইদের পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশি করতে শুরু করলেন, এরপর তার ভাইয়ের মাল-পত্রের মধ্য থেকে পাত্রটি বের

كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ

কিদ্‌না- লিইউসুফা ; মা-কা-না লিইয়া'খুযা আখা-হু ফী দীনিল্ মালিকি ইল্লা~আই ইয়াশা—আল্লা-হু ;
করলেন। এভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। আল্লাহ্ না চাইলে বাদশার আইনে তার ভাইকে তিনি দাসত্বে নিতে পারতেন না।

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ۝٧٧ قَالُوْٓا اِنْ يَّسْرِقْ

নার্‌ফা'উ দারাজ্বা-তিম্ মান্ নাশা—উ ; ওয়া ফাওক্বা কুল্লি যী 'ইল্‌মিন্ 'আলীম্। ৭৭। ক্বা-লূ~ইঁয় ইয়াস্‌রিক্ব
আমি যাকে ইচ্ছা তাকে মর্যাদায় উন্নত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে আরও অধিক জ্ঞানী। (৭৭) তারা বলল, 'সে যদি চুরি করে থাকে, তবে তার ভাইও তো

فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِىْ نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ

ফাক্বাদ্ সারাক্বা আখুল্লাহূ মিন্ ক্বাব্‌লু, ফাআসার্‌রাহা- ইউসুফু ফী নাফ্‌সিহী ওয়ালাম্ ইউব্‌দিহা- লাহুম্
ইতিপূর্বে চুরি করেছিল; কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার গোপন রাখলেন এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না, আর মনে মনে বললেন,

قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ ﴿٧٨﴾ قَالُوْا يٰٓأَيُّهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهٗٓ

ক্বা-লা আন্‌তুম্ শার্‌রুম্ মাকা-নান, ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিমা- তাছিফূন্। ৭৮। ক্বা-লূ ইয়া~আয়্যুহাল 'আযীযু ইন্না লাহূ~
'তোমরা মানুষ হিসাবে খুবই মন্দ লোক। আর তোমরা যা বলেছ সে ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।' (৭৮) তারা বলল, 'হে আযীয! তার পিতা আছেন,

أَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهٗ ۚ إِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٧٩﴾ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ

আবান্ শাইখান্ কাবীরান্ ফাখুয্ আহ্বাদানা- মাকা-নাহূ, ইন্না- নারা-কা মিনাল্ মুহ্‌সিনীন্। ৭৯। ক্বা-লা মা'আযাল্লা-হি
যিনি খুবই বৃদ্ধ, তাই তার স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। আমরা তো আপনাকে মহানুভব ব্যক্তিদেরই একজন দেখতে পাচ্ছি।' (৭৯) তিনি বললেন, 'যার কাছে

أَنْ نَّأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ ۙ إِنَّآ إِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوْا ৯ ع ২১ ৩ রুকূ

আন্ না'খুযা ইল্লা- মাও ওয়াজাদ্‌না- মাতা-'আনা- 'ইন্দাহূ~ইন্না~ইযাল্ লাজা-লিমূন্। ৮০। ফালাম্মাস্ তাইআসূ
এরই রসদপত্র পেয়েছি তাকে ছাড়া অন্য কাউকে পাকড়াও করার অপরাধ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে পানাহ চাচ্ছি। এরূপ করলে তো জালিম হয়ে যাব।' (৮০) এরপর যখন তারা

مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيْرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوْٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ

মিন্‌হু খালাছু নাজ্বিয়্যান্ ; ক্বা-লা কাবীরুহুম্ আলাম্ তা'লামূ~আন্না আবা-কুম্ ক্বাদ্ আখাযা 'আলাইকুম্
তার থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলল, তোমরা কি জান না- তোমাদের পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র

مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتّٰى

মাওছিক্বাম্ মিনাল্লা-হি ওয়া মিন্ ক্বাবলু মা-ফার্‌রাত্‌তুম্ ফী ইউসুফা, ফালান্ আবরাহাল্ আরদ্বা হাত্তা-
শপথ নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে অবহেলা করেছিলে; সুতরাং আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে

يَأْذَنَ لِيْٓ أَبِيْٓ أَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿٨١﴾ اِرْجِعُوْٓا إِلٰٓى

ইয়া'যানা লী~আবী~আও ইয়াহ্‌কুমাল্লা-হু লী, ওয়া হুওয়া খাইরুল্ হ্বা-কিমীন্। ৮১। ইর্‌জ্বি'উ~ইলা~
অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ্ আমার জন্য কোন ফয়সালা না করে দেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক। (৮১) 'তোমারা তোমাদের পিতার কাছে

أَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰٓأَبَانَآ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا

আবীকুম্ ফাক্বূলূ ইয়া~আবা-না~ইন্নাব্‌নাকা সারাক্বা, ওয়ামা- শাহিদ্‌না~ইল্লা- বিমা- 'আলিম্‌না- ওয়ামা- কুন্না-
ফিরে গিয়ে বল, 'হে পিতা! আপনার ছেলে চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি তারই প্রত্যক্ষ বিবৃত দিলাম। অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা কিছুই

لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِيْ كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَ الَّتِيْٓ أَقْبَلْنَا فِيْهَا ۖ

লিল্‌গাইবি হ্বা-ফিজীন্। ৮২। ওয়াস্‌আলিল্ ক্বার্‌ইয়াতাল্লাতী কুন্না- ফীহা- ওয়াল্ 'ঈরাল্লাতী~আক্ববাল্‌না- ফীহা-;
জানতাম না।' (৮২) 'আমরা যেখানে ছিলাম তার অধিবাসীদেরকে এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন।

○ বিশ্লেষণ (আঃ ৮১) ঃ وما شهدنا - অর্থ বনী ইয়ামীনের হেফাজতের ব্যাপারে আমরা যে ওয়াদা করেছিলাম তা আমাদের (বাহ্যিক) জ্ঞান দ্বারাই করেছিলাম। পরবর্তিতে যে যে ঘটনার প্রেক্ষিতে বনী ইয়ামীনকে আটকিয়ে রেখেছে সে বিষয়টি আমাদের ধারণার মধ্যেই ছিল না। অথবা এর অর্থ- চুরির শাস্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে আমরা যে বলেছিলাম "চোরকে চুরির পরিবর্তে রেখে দেয়া" এটাই চুরির শাস্তি। এ কথাটি আমরা আমাদের ইল্‌ম (জানা) থেকে বলেছিলাম। একথা বলার পেছনে কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু পরবর্তি ঘটনার ব্যাপারে আমরা বে-খবর ছিলাম। (কুঃ কারীম)

وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٨٣﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًا ؕ فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ؕ

ওয়া ইন্না- লাছ্বা-দিকূন্। ৮৩। ক্বা-লা বাল্ সাওয়্যালাত্ লাকুম্ আন্ফুসুকুম্ আম্রান্ ; ফাছ্বাব্রুন্ জ্বামীলুন্ ;
আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।' (৮৩) ইয়াকুব (আ) বললেন, এসব কিছুই না, তোমরা মনগড়া কথা নিয়ে এসেছ। এখন ধৈর্যধারণ করাই উত্তম।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿٨٤﴾ وَتَوَلّٰى

'আসাল্লা-হু আইঁ ইয়া'তিয়ানী বিহিম্ জ্বামী'আন ; ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আলীমুল্ হ্বাকীম্। ৮৪। ওয়া তাওয়াল্লা-
হয়তো আল্লাহ্ তাদেরকে এক সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৮৪) আর তিনি (ইয়াকুব) তাদের

عَنْهُمْ وَقَالَ يٰۤاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ ﴿٨٥﴾

'আনহুম্ ওয়া ক্বা-লা ইয়া ~আসাফা- 'আলা- ইউসুফা ওয়াব্ইয়াদ্দাত্ 'আইনা-হু মিনাল্ হুয্নি ফাহুওয়া কাজীম্।
থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'হায়! ইউসুফের জন্য আক্ষেপ!' আর শোকে তার চোখ দুটি সাদা হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট।

﴿٨٥﴾ قَالُوْا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿٨٥﴾

৮৫। ক্বা-লূ তাল্লা-হি তাফ্তাউ তাযকুরু ইউসুফা হ্বাত্তা- তাকূনা হ্বারাদ্বান্ আও তাকূনা মিনাল্ হা-লিকীন্।
(৮৫) তারা বলল, 'আল্লাহ্র শপথ! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না– যতক্ষণ না আপনি একেবারে মুমূর্ষ হয়ে যাবেন বা মৃত্যুবরণ করবেন।'

﴿٨٦﴾ قَالَ اِنَّمَاۤ اَشْكُوْا بَثِّيْ وَحُزْنِيْۤ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٨٦﴾

৮৬। ক্বা-লা ইন্নামা~আশ্কূ বাছ্ছী ওয়া হুয্নী~ইলাল্লা-হি ওয়া আ'লামু মিনাল্লা-হি মা- লা- তা'লামূন্।
(৮৬) ইয়াকুব বললেন, আমার দুঃখ-কষ্ট শুধু আল্লাহ্র কাছেই নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহ্র কাছ থেকে যা জেনেছি তোমরা তা জান না।'

﴿٨٧﴾ يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ

৮৭। ইয়া-বানিয়্যায্ হাবূ ফাতাহ্বাস্সাসূ মিইঁ ইউসুফা ওয়া আখীহি ওয়ালা-তাইআসূ মির্ রাওহ্বিল্লা-হি ; ইন্নাহূ
(৮৭) হে পুত্ররা ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে খুজে দেখ এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কারণ, কাফেররা

لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا

লা-ইয়াইআসু মির রাওহ্বিল্লা-হি ইল্লাল্ ক্বাওমুল্ কা-ফিরূন্। ৮৮। ফালাম্মা- দাখালূ 'আলাইহি ক্বা-লূ
ব্যতীত আল্লাহ্র রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয় না।' (৮৮) অতঃপর যখন তারা তার কাছে পৌছে বলল,

يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ

ইয়া~আয়্যুহাল্ 'আযীযু মাস্সানা- ওয়াআহ্লানাদ্ দুররু ওয়া জ্বি'না-বিবিদ্বা-'আতিম্ মুয্জ্বা-তিন্ ফাআওফি লানাল্ কাইলা
'হে আযীয ! আমরা ও আমাদের পরিবার পরিজন অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা খুব সামান্য মূল্য নিয়ে এসেছি। সুতরাং আপনি আমাদের রসদপত্রের বরাদ্দ

وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ

ওয়া তাছ্বাদ্দাক্ব 'আলাইনা- ; ইন্নাল্লা-হা ইয়াজ্বযিল্ মুতাছ্বাদ্দিক্বীন্। ৮৯। ক্বা-লা হাল্ 'আলিম্তুম্ মা-ফা'আল্তুম্
পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং দানস্বরূপ আমাদেরকে কিছু দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ দাতাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন।' (৮৯) তিনি বললেন, 'তোমরা কি জান–

بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ ﴿৯০﴾ قَالُوٓا۟ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ

বিইউসুফা ওয়া আখীহি ইয্ আন্তুম্ জ্বা-হিলূন্। ৯০। ক্বা-লূ~আ ইন্নাকা লাআন্তা ইউসুফু ; ক্বা-লা

ইউসুফ ও তার ভাইয়ের প্রতি কেমন আচরণ করেছিলে– যখন তোমরা জাহেল ছিলে ?' (৯০) তারা বলল, তবে তুমিই কি ইউসুফ ? তিনি বললেন,

أَنَا۠ يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِى ۖ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّهُۥ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ

আনা ইউসুফু ওয়া হা-যা~আখী, ক্বাদ্ মান্নাল্লা-হু 'আলাইনা-; ইন্নাহূ মাঁই ইয়াত্তাক্বি ওয়া ইয়াছ্বির্ ফাইন্নাল্লা-হা

হাঁ, 'আমিই ইউসুফ এবং এ আমার সহদোর ভাই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে মুত্তাকী এবং ধৈর্যশীল আল্লাহ্ সেই

لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿৯১﴾ قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا

লা-ইউদ্বী'উ আজ্রাল্ মুহ্সিনীন্। ৯১। ক্বা-লূ তাল্লা-হি লাক্বাদ্ আ-ছারাকাল্লা-হু 'আলাইনা- ওয়া ইন্ কুন্না

সৎকর্মীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।' (৯১) তারা বলল, 'আল্লাহ্র শপথ ! আল্লাহ্ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রধান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়

لَخَٰطِـِٔينَ ﴿৯২﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ

লাখা-ত্বিঈন্। ৯২। ক্বা-লা লা- তাছ্রীবা 'আলাইকুমুল ইয়াওমা ; ইয়াগ্ফিরুল্লা-হু লাকুম, ওয়া হুওয়া আরহামুর্

অপরাধী ছিলাম।' (৯২) তিনি বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন এবং তিনি সকল দয়ালুর চেয়ে

ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿৯৩﴾ ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا ج

রা-হিমীন্। ৯৩। ইয্হাবূ বিক্বামীছী হা-যা- ফাআল্ক্বূহু 'আলা- ওয়াজ্হি আবী ইয়া'তি বাছীরান,

অধিক দয়ালু।' (৯৩) তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং এ আমার পিতার মুখের উপর রেখে দিও। তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন এবং তোমাদের ১০

وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿৯৪﴾ ع وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ ع ১৪ ৪ রুকূ'

ওয়া'তূনী বিআহ্লিকুম্ আজ্মা'ঈন। ৯৪। ওয়া লাম্মা- ফাছ্বালাতিল্ 'ঈরু ক্বা-লা আবূহুম্ ইন্নী লাআজ্বিদু রীহ্বা

পরিবারের সকলকেই আমার কাছে নিয়ে এসো।' (৯৪) যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেন, 'তোমরা বুড়োর ভিমরতি না ভাবলে

يُوسُفَ ۖ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ﴿৯৫﴾ قَالُوا۟ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِى ضَلَٰلِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿৯৬﴾ فَلَمَّآ এক চতুর্থাংশ

ইউসুফা লাওলা~আন্ তুফান্নিদূন্। ৯৫। ক্বা-লূ তাল্লা-হি ইন্নাকা লাফী দ্বালা-লিকাল্ ক্বাদীম। ৯৬। ফালাম্মা~

আমি বলব, আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।' (৯৫) লোকেরা বলল, 'আল্লাহ্র শপথ ! আপনি তো পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।' (৯৬) এরপর যখন

أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَىٰهُ عَلَىٰ وَجْهِهِۦ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا ج قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ

আন্ জ্বা—আল্ বাশীরু আল্ক্বা-হু 'আলা- ওয়াজ্হিহী ফার্তাদ্দা বাছীরান, ক্বা-লা আলাম্ আক্বুল্ লাকুম, ইন্নী~

সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হল এবং তার চেহারার উপর জামাটি রাখল, তখন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসল। তিনি বললেন, 'আমি কি বলিনি যে,

টীকা (আঃ ৯৩) ঃ হযরত ইয়াকুব (আ) বিন ইয়ামীন সম্পর্কে সব কিছু শোনার পর ছেলেদেরকে একটি পত্র দিয়ে পুনরায় মিসর পাঠান। বিন ইয়ামীনকে ফেরত চেয়ে পত্রটি আযীযে মিসরের উদ্দেশ্যে লিখিত ছিল। মিসরে তাঁর ছেলেরা পৌছে ব্যবহৃত কয়েকটি আসবারের বিনিময়ে ইউসুফ (আ)-এর কাছে রসদ পত্র তলব করে এবং সেই চিঠিখানা তাঁর হাতে দেয়। তিনি চিঠি খানা পড়ে অত্যন্ত আবেগ তাড়িত হয়ে পড়েন এবং কয়েকটি কথার পর নিজের পরিচয় তাদের কাছে তুলে ধরেন। এরপর তিনি তাঁর জামা তাদের হাতে দিয়ে বলেন, পিতার চোখ এটির স্পর্শে সুস্থ হয়ে উঠবে, তখন তোমরা তাঁদের সকলকে এখানে নিয়ে আসবে। (কুরতুবী)

أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٧﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا

আ'লামু মিনাল্লা-হি মা-লা- তা'লামূন। ৯৭। ক্বা-লূ ইয়া~আবা-নাস্ তাগ্ফির্লানা- যুনূবানা~ইন্না- কুন্না-

আমি আল্লাহর কাছ থেকে যা জেনেছি তোমরা তা জান না ?' (৯৭) তারা বলল, 'হে পিতা ! আমাদের কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমরা অবশ্যই

خٰطِـِٕيْنَ ﴿٩٨﴾ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٩﴾ فَلَمَّا

খা-ত্বিঈন্। ৯৮। ক্বা-লা সাওফা আস্তাগ্ফিরু লাকুম্ রাব্বী ; ইন্নাহূ হুওয়াল্ গাফূরুর্ রাহীম্। ৯৯। ফালাম্মা-

অপরাধী ছিলাম।' (৯৮) তিনি বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের নিকট তোমাদের জন্য অচিরেই ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (৯৯) অতঃপর যখন

دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿١٠٠﴾

দাখালূ 'আলা- ইঊসুফা আ-ওয়া ~ইলাইহি আবাওয়াইহি ওয়া ক্বা-লাদ্ খুলূ মিছ্রা ইন্ শা—আল্লা-হু আ-মিনীন্।

তারা ইউসূফের কাছে পৌছল, তখন তিনি তার পিতা-মাতাকে নিজের কাছে সসম্মানে স্থান দিলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় আপনারা নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।'

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَقَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ

১০০। ওয়া রাফা'আ আবাওয়াইহি 'আলাল্ 'আরশি ওয়া খার্রূ লাহূ সুজ্জাদান, ওয়া ক্বা-লা ইয়া~আবাতি হা-যা- তা'বীলু

(১০০) তিনি তার মাতা-পিতাকে রাজ সিংহাসনে বসালেন, অতঃপর সকলে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল। আর তিনি বললেন, 'হে পিতা !

رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ؕ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ

রু'ইয়া- ইয়া মিন্ ক্বাব্লু, ক্বাদ্ জ্বা'আলাহা- রাব্বী হাক্বক্বান্ ; ওয়া ক্বাদ্ আহ্সানা বী ~ইয্ আখ্রাজ্বানী মিনাস্

এটাই আমার পূর্ব- দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার প্রতিপালক তা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি তখন অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি আমাকে

السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ

সিজ্নি ওয়া জ্বা—আ বিকুম্ মিনাল্ বাদ্ওয়ি মিম্ বা'দি আন্ নাযাগাশ্ শাইত্বা-নু বাইনী ওয়া বাইনা

কারামুক্ত করেছেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করার পর আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে নিয়ে

اِخْوَتِيْ ؕ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠١﴾ رَبِّ قَدْ

ইখওয়াতী ; ইন্না রাব্বী লাত্বীফুল্ লিমা-ইয়াশা—উ ; ইন্নাহূ হুওয়াল্ 'আলীমুল্ হাক্বীম্। ১০১। রাব্বি ক্বাদ্

এসেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন তা নিপুণতার সাথে করেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (১০১) 'হে আমার প্রতিপালক!

اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ

আ-তাইতানী মিনাল্ মুল্কি ওয়া 'আল্লাম্তানী মিন্ তা'ওয়ীলিল্ আহা-দীছি, ফা-ত্বিরাস্ সামা-ওয়া-তি

আপনি আমাকে রাজ্যদান করেছেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা !

وَالْاَرْضِ ۫ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ

ওয়াল্ আর্দ্বি, আন্তা ওয়ালিইয়্যী ফিদ্ দুন্ইয়া- ওয়াল্-আ-খিরাতি, তাওয়াফ্ফানী মুস্লিমাওঁ ওয়া আল্হিক্বনী

আপনিই দুনিয়া ও আখেরাতে আমার অভিভাবক। আপনি আমাকে মুসলমানরূপেই মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন

بِالصّٰلِحِيْنَ ۝ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

বিছ্ছা-লিহীন্। ১০২। যা-লিকা মিন্ আম্বা—ইল্ গাইবি নূহীহি ইলাইকা, ওয়ামা- কুন্তা লাদাইহিম্

সৎকর্মপরায়ণদের মধ্যে।' (১০২) এ হলো অদৃশ্য লোকের সংবাদ- যা আপনাকে (রাসূল সঃ) আমি ওহীর মাধ্যমে অবহিত করেছি। আপনি তখন তাদের কাছে

اِذْ اَجْمَعُوْٓا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ۝ وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ

ইয্ আজ্মা'উ~আম্রাহুম্ ওয়া হুম্ ইয়াম্কুরূন্। ১০৩। ওয়ামা~আক্ছারুন্না-সি ওয়ালাও হ্বারাছ্তা

ছিলেন না যখন তারা সিদ্ধান্তে একমত হয়েছিল এবং ষড়যন্ত্র করেছিল। (১০৩) আপনি যতই কামনা করুন না কেন, অধিকাংশ লোকেই

بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ ১১ ع ১১ ৫ রুকূ

বিমু'মিনীন্। ১০৪। ওয়ামা- তাস্আলুহুম্ 'আলাইহি মিন্ আজ্রিন্; ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিক্রুললিল্'আ-লামীন্।

ঈমানদার নয়। (১০৪) আপনি তাদের কাছে তো কোন পারিশ্রমিক চান না। আর কুরআন তো সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ ব্যতীত অন্য কিছু নয়।

۝ وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ

১০৫। ওয়া কাআইয়্যিম্ মিন্ আ-য়াতিন্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ইয়ামুর্রূনা 'আলাইহা- ওয়াহুম্ 'আন্হা-মু'রিদ্বূন্।

(১০৫) আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তারা এগুলোর উপর দিয়ে পথ চলে; কিন্তু তারা এগুলো থেকে বিমুখ থাকে।

۝ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ

১০৬। ওয়ামা- ইউ'মিনু আক্ছারুহুম্ বিল্লা-হি ইল্লা- ওয়াহুম্ মুশ্রিকূন্। ১০৭। আফাআমিনূ~আন্ তা'তিয়াহুম্ গা-শিয়াতুম্

(১০৬) অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে- সাথে সাথে শিরিকও করে। (১০৭) তবে কি তারা আল্লাহ্র সর্বগ্রাসী আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে গেছে

مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ قُلْ هٰذِهٖ

মিন্ 'আযা-বিল্লা-হি আও তা'তিয়াহুমুস্ সা-'আতু বাগ্তাতাওঁ ওয়াহুম্ লা-ইয়াশ্'উরূন্। ১০৮। ক্বুল্ হা-যিহী

অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে কিয়ামতের আকস্মিক উপস্থিতি থেকে তারা নিরাপদ হয়ে গেছে? (১০৮) বলুন, 'এটিই আমার পথ।

سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ

সাবীলী~আদ্'উ~ইলাল্লা-হি, 'আলা- বাছীরাতিন্ আনা ওয়া মানিত্তাবা'আনী ; ওয়া সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়ামা~

আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে আমি এভাবে আহ্বান করি যে, আমি এবং আমার অনুসারীরা দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। আল্লাহ্ মহিমান্বিত। আর আমি

اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ

(সাঃ) নবী ওয়াক্বফুন্ ৬

আনা মিনাল্ মুশ্রিকীন্। ১০৯। ওয়ামা~আর্সাল্না- মিন্ ক্বাব্লিকা ইল্লা- রিজা-লান্ নূহী~ইলাইহিম্

মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।' (১০৯) আপনার পূর্বে জনপদবাসীদের মধ্য থেকে যাদেরকে রাসূল করে প্রেরণ করেছি তাদের সবাই পুরুষ ছিল,

✪ টীকা (আঃ ১০২) ঃ ইমাম বগভী (র) বলেন, একবার ইহুদী ও কুরাইশরা সমবেতভাবে রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করে, আপনি সত্য নবী হলে, বলুন তো ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাটি কি এবং তা কিভাবে ঘটেছিল? রাসূল (স) ওহীর মাধ্যমে জেনে নিয়ে তা বলার পরও যখন তারা কুফরীর উপর অবিচল রইল, তখন তিনি মনে বেশ আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াতে ও পরবর্তী আয়াতে রাসূল (স)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা হয়েছে। (মাঃ তাঃ)

✪ টীকা (আঃ ১০৫) ঃ আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তার মধ্যস্থিত অগণিত সৃষ্টবস্তু প্রমাণ করে যে, এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা একজনই। অথচ লোকেরা এ সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে আদৌ চিন্তা করে না। ফলে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর থেকে তারা থাকে গাফেল। (কুঃ কারীম)

مِنْ أَهْلِ الْقُرٰى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

মিন্ আহ্লিল্ কুরা- ; আফালাম্ ইয়াসীরূ ফিল আর্দ্বি ফাইয়ান্জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্ লাযীনা

তাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম। তারা কি পৃথিবী ভ্রমন করেনি এবং তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল তা কি তারা

مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾ حَتَّىٰ

মিন্ ক্বাব্লিহিম্ ; ওয়ালাদা-রুল্ আ-খিরাতি খাইরুল্ লিল্লাযী নাত্তাক্বাও ; আফালা- তা'ক্বিলূন্। ১১০। হ্বাত্তা~

দেখেনি ? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য আখেরাতের ঘরই শ্রেষ্ঠ। তোমরা কি তা বোঝ না ? (১১০) অবশেষে যখন

إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ

ইযাস্ তাইআসার্ রুসুলু ওয়া জান্নু~আন্নাহুম্ ক্বাদ কুযিবূ জ্বা---আ হুম্ নাছ্বরুনা- ফানুজ্জিয়া

রাসূলগণ নিরাশ হয়ে যেতেন এবং লোকজন ধারণা করত যে, রাসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য

مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١١﴾ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ

মান্ নাশা—উ ; ওয়ালা- ইউরাদ্দু বা'সুনা- 'আনিল্ ক্বাওমিল মুজ্বরিমীন্। ১১১। লাক্বাদ্ কা-না ফী ক্বাছ্বাছ্বিহিম্

এসে যেত। এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা তাকে উদ্ধার করেছি। আর অপরাধী সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি প্রতিহত করা যায় না। (১১১) তাদের কাহিনীতে

عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي

'ইব্রাতুল্ লিউলিল্ আল্বা-বি ; মা-কা-না হ্বাদীছাই ইউফ্তারা- ওয়া লা-কিন্ তাছ্দীক্বাল লাযী

বোধ-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য নিশ্চয় শিক্ষা রয়েছে। এটা এমন এক বাণী যা- মিথ্যা রচনা নয়। বরং পূর্ববর্তী

১২ ع ৭ রুকূ ৬

بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾

বাইনা ইয়াদাইহি ওয়া তাফ্ছীলা কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া হুদাওঁ ওয়া রাহ্মাতাল্ লিক্বাওমিই ইউ'মিনূন্।

গ্রন্থে যা আছে এটা তার সত্যায়নকারী এবং সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ এবং পথ-নির্দেশ ও রহমতস্বরূপ মুমিনদের জন্য।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

الٓمّٓرٰ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ۗ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ①

১। আলিফ্ লা—ম্ মী—ম্ রা-; তিল্‌কা আ-য়া-তুল কিতা-বি ; ওয়াল্লাযী ~উন্‌যিলা ইলাইকা মির্ রাব্বিকাল্

(১) আলিফ্-লা-ম্ মীম্-রা, এগুলি কুরআনের আয়াত, যা আপনার প্রভূর পক্ষ থেকে আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে–

الْحَقُّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ② اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ

হ্বাক্বক্ব ওয়ালা-কিন্না আক্‌ছারান্না-সি লা-ইউ'মিনূন্। ২। আল্লা-হুল্লাযী রাফা'আস্ সামা-ওয়া-তি বিগাইরি

তাই সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে না। (২) তিনি আল্লাহ্, যিনি ঊর্ধ্বদেশে স্তম্ভ বিহীন আকাশমন্ডলি স্থাপন করেছেন। তোমরা তা দেখছ। অতঃপর তিনি

عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۭ كُلٌّ يَّجْرِيْ

'আমাদিন্ তারাওনাহা- ছুম্মাসতাওয়া- 'আলাল্ 'আরশি ওয়া সাখ্‌খারাশ্ শাম্‌সা ওয়াল্ ক্বামারা ; কুল্লুই ইয়াজ্‌রী

আরশে সমাসীন হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন, প্রত্যেককে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনিই সকল বিষয়ের

لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاۗءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ③

লিআজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ; ইউদাব্বিরুল্ আম্‌রা ইউফাছ্ছিলুল্ আ-য়া-তি লা'আল্লাকুম্ বিলিক্বা—ই রাব্বিকুম্ তূক্বিনূন্।

নিয়ন্ত্রক এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ۭ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ

③ ওয়া হুওয়াল্লাযী মাদ্দাল্ আরদ্বা ওয়া জ্বা'আলা ফীহা- রাওয়া-সিয়া ওয়া আন্‌হা-রান্ ; ওয়া মিন্ কুল্লিছ ছামারা-তি

(৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পর্বত ও নদীসমূহ স্থাপন করেছেন এবং প্রতিটি ফল সৃষ্টি

جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

জ্বা'আলা ফীহা- য্বাওজ্বাইনিছ্ নাইনি ইউগ্‌শিল্ লাইলান্ নাহা-রা ; ইন্না ফী যা-লিকা লা-আ-য়াতিল্ লিক্বাওমিই

করেছেন দুই প্রকার করে। তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। এতে অবশ্যই চিন্তাশীলদের জন্য

يَّتَفَكَّرُوْنَ ④ وَفِي الْاَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجٰوِرٰتٌ وَّجَنّٰتٌ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّزَرْعٌ

ইয়াতাফাক্কারূন। ৪। ওয়া ফিল্ আর্‌দ্বি ক্বিত্বা'উম্ মুতাজ্বা-ওয়িরা-তুওঁ ওয়া জ্বান্না-তুম্ মিন্ আ'না-বিওঁ ওয়া য্বার্'উওঁ

নিদর্শন রয়েছে। (৪) আর যমীনে পরস্পর সংলগ্ন বিভিন্ন শস্য ক্ষেত রয়েছে। আর আছে আঙ্গুর ও খেজুরের বাগান–

وَّنَخِيْلٌ صِنْوَانٌ وَّغَيْرُ صِنْوَانٍ يُّسْقٰى بِمَاۗءٍ وَّاحِدٍ ۣ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلٰي

ওয়া নাখীলুন্ ছিনওয়া-নুওঁ ওয়া গাইরু ছিনওয়া-নিই ইউসক্বা- বিমা—ইওঁ ওয়া-হ্বিদিন, ওয়া নুফাদ্দ্বিলু বা'দ্বাহা- 'আলা-

আর তা একাধিক শির-বিশিষ্ট অথবা এক শির-বিশিষ্ট হয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সিঞ্চন করা হয়। আর আমি স্বাদে একটার চাইতে আরেকটাকে

بَعْضٍ فِي الْاُكُلِ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ⑤ وَاِنْ تَعْجَبْ

বা'দ্বিন ফিল্ উকুলি ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল লিক্বাওমিই ইয়া'ক্বিলূন্। ৫। ওয়া ইন্ তা'জ্বাব

শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। (৫) যদি আপনি বিস্মিত হন-

فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ

ফা'আজ্বাবুন্ ক্বাওলুহুম্ আইযা- কুন্না- তুরা-বান্ আইন্না- লাফী খাল্‌ক্বিন্ জ্বাদীদিন ; উলা—ইকাল্লাযীনা

তবে বিস্ময়ের বিষয় হলো তাদের এই উক্তি– 'মাটিতে পরিণত হওয়ার পরও কি আমরা নতুন জীবন লাভ করব' ? তারাই তাদের

كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ الْاَغْلٰلُ فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ

কাফারূ বিরাব্বিহিম্, ওয়া উলা—ইকাল্ আগ্‌লা-লু ফী~আ'না-ক্বিহিম, ওয়া উলা—ইকা আছ্‌হা-বুন না-রি,

প্রতিপালককে অস্বীকার করে এবং তাদেরই গলদেশে থাকবে লৌহ-শৃঙ্খল। আর তারাই জাহান্নামী এবং

هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ۝٦ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ

হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ৬। ওয়া ইয়াস্তা'জ্বিলূনাকা বিস্সাইয়্যিআতি ক্বাব্লাল্ হ্বাসানাতি ওয়া ক্বাদ্ খালাত্ মিন্

সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। (৬) মঙ্গলের পরিবর্তে তারা আপনার কাছে অতি দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে। যদিও তাদের পূর্বে

قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ

ক্বাব্লিহিমুল মাছুলা-তু ; ওয়া ইন্না রাব্বাকা লাযূ মাগ্ফিরাতিল্লিন্না-সি 'আলা- জুল্মিহিম্, ওয়া ইন্না রাব্বাকা

শাস্তি প্রাপ্ত অনেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত গত হয়ে গেছে। মানুষের জুলুম সত্ত্বেও আপনার প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল এবং নিশ্চয় আপনার প্রভু

لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ۗ

লাশাদীদুল্ 'ইক্বা-ব্। ৭। ওয়া ইয়াক্বূলুল্লাযীনা কাফারূ লাওলা~উন্যিলা 'আলাইহি আ-য়াতুম্ মির্ রাব্বিহী ;

শাস্তিদানেও কঠোর। (৭) কাফেররা বলে, তার প্রতি কেন তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন নাযিল হয়নি ?'

ع ১ ৭ রুকূ

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٨ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثٰى وَمَا

ইন্নামা~আন্তা মুন্যিরুওঁ ওয়া লিকুল্লি ক্বাওমিন্ হা-দ্। ৮। আল্লা-হু ইয়া'লামু মা-তাহ্মিলু কুল্লু উন্ছা- ওয়ামা-

আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আর প্রত্যেক জাতির জন্য পথ প্রদর্শক রয়েছে। (৮) আল্লাহ জানেন নারীরা তাদের গর্ভে যা ধারণ করে এবং

تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝٩ عٰلِمُ الْغَيْبِ

তাগীদ্বুল আরহা-মু ওয়ামা- তাযদা-দু ; ওয়া কুল্লু শাইয়িন্ 'ইন্দাহূ বিমিক্বদা-র্। ৯। 'আ-লিমুল্ গাইবি

জরায়ুতে যা সংকুচিত ও বর্ধিত হয়। আর তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়েছে। (৯) তিনি সকল অদৃশ্য ও দৃশ্যমান

وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝١٠ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ

ওয়াশ্ শাহা-দাতিল্ কাবীরুল মুতা'আ-ল্। ১০। সাওয়া—উম্ মিন্কুম্ মান্ আসাররাল্ ক্বাওলা ওয়া মান্ জ্বাহারা বিহী

বিষয়ে অবগত আছেন, তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান। (১০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা প্রকাশ্যে কথা বলুক, রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝١١ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

ওয়া মান্ হুওয়া মুস্তাখ্ফিম্ বিল্লাইলি ওয়া সা-রিবুম্ বিন্নাহা-র্। ১১। লাহূ মু'আক্বক্বিবা-তুম্ মিম্ বাইনি ইয়াদাইহি

করুক কিংবা দিনে প্রকাশ্যে বিচরণ করুক- তাঁর কাছে সবই সমান ব্যাপার। (১১) মানুষের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে একের পর এক প্রহরী রয়েছে।

وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا

ওয়া মিন্ খাল্ফিহী ইয়াহ্ফাজূনাহূ মিন্ আম্রিল্লা-হি ; ইন্নাল্ লা-হা লা-ইউগায়্যিরু মা- বিক্বাওমিন্ হ্বাত্তা- ইউগায়্যিরূ মা-

আল্লাহর নির্দেশে তারা তাদের হেফাজত করে। আল্লাহ্ অবশ্যই কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না- যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন

✪ টীকা (আঃ ৭) ঃ এ আয়াতে 'হাদী' শব্দটি নবী ও নায়েবে নবীর ব্যাপক অর্থে গৃহীত হয়েছে। কাজেই সকল দেশে নবীর আগমণ নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় না। সুতরাং উপমহাদেশে কোন পথ প্রদর্শক এসে থাকলে তাঁর নবী হওয়া অনিবার্য নয়। আবার হওয়াও বিচিত্র নয়। (বঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ১১) ঃ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, প্রত্যেকের সাথেই কিছু হেফাজতকারী ফেরেশতা থাকে। কোন প্রাচীর যাতে তার উপর ধ্বসে না পড়ে কিংবা সে যাতে কোন গর্তে পড়ে না যায়, কোন মানুষ এবং জীব জন্তু দ্বারা যাতে সে আক্রান্ত না হয়- এসকল বিষয়ে ফেরেশতারা তাকে রক্ষা করে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যখন কাউকে বিপদে আক্রান্ত করার হুকুম জারী হয়, তখন ফেরেশতারা সেখানে আর থাকে না' (আবু দাউদ)

بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ

বিআন্‌ফুসিহিম্ ; ওয়া ইযা~আরা-দাল্লা-হু বিক্বাওমিন্ সূ—আন্ ফালা-মারাদ্দা লাহূ, ওয়ামা- লাহুম্ মিন্ দূনিহী মিওঁ

করে। কোন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে যদি আল্লাহ্ অশুভ কিছু কামনা করেন তবে তা প্রতিহত করার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন অভিভাবকও

وَّالٍ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۚ

ওয়া-ল্। ১২। হুওয়াল্লাযী ইউরীকুমুল্ বারক্বা খাওফাওঁ ওয়া ত্বামা'আওঁ ওয়া ইউন্‌শিউস্ সাহা-বাছ ছিক্বা-ল্।

নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুতালোক দেখান- যা ভয় ও আশার সঞ্চার করে এবং তিনি ভারী মেঘমালা উত্থিত করেন।

﴿١٣﴾ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

১৩। ওয়া ইউসাব্‌বিহুর্ রা'দু বিহাম্‌দিহী ওয়াল মালা—ইকাতু মিন্ খীফাতিহী, ওয়া ইউর্‌সিলুছ্ ছাওয়া-'ইক্বা

(১৩) বজ্র ও ফেরেশতারা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে- তাঁর ভয়ে এবং তিনি বজ্রপাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে

فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ؕ

ফাইউছ্বীবু বিহা- মাই ইয়াশা—উ ওয়া হুম্ ইউজা-দিলূনা ফিল্লা-হি, ওয়া হুওয়া শাদীদুল্ মিহা-ল্।

তা দিয়ে আঘাত করেন। এরপরও তারা আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে, যদিও তিনি মহাশক্তিমান।

﴿١٤﴾ لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ

১৪। লাহূ দা'ওয়াতুল্ হাক্বক্বি ; ওয়াল্লাযীনা ইয়াদ্'উনা মিন্ দূনিহী লা- ইয়াস্‌তাজীবূনা লাহুম্ বিশাইয়িন্

(১৪) সত্যের আহ্বান শুধু তাঁরই জন্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে আহ্বান করে, তারা তাদের আহবানে কোনই সাড়া দেয় না। তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির

اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ

ইল্লা- কাবা-সিত্বি কাফ্‌ফাইহি ইলাল্ মা—ই লিইয়াব্‌লুগা- ফা-হু ওয়ামা- হুওয়া বিবা-লিগিহী ; ওয়ামা- দু'আ—উল্ কা-ফিরীনা

মত- যে তার মুখে পানি পৌঁছানোর জন্য তার উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে। অথচ পানি তার মুখে পৌঁছবে না। আর কাফিরদের সকল আহ্বান

اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ﴿١٥﴾ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا

ইল্লা- ফী দ্বালা-ল্। ১৫। ওয়া লিল্লা-হি ইয়াস্‌জুদু মান্ ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ত্বাও'আওঁ ওয়াকারহাওঁ

ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই না। (১৫) আল্লাহকে সিজদা করে আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা- ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়

وَظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ﴿١٦﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ

ওয়া জিলা-লুহুম্ বিল্ গুদুওয়্যি ওয়াল্ আ-ছা-ল্। ১৬। কুল্ মার্ রাব্বুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দ্বি ; কুলিল্লা-হু ;

এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে সিজদা করে থাকে। (১৬) বলুন, 'আসমান ও যমীনের পালনকর্তা কে ?' বলুন, আল্লাহ্।'

قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ

কুল আফাত্তাখাযতুম্ মিন্ দূনিহী ~আওলিয়া—আ লা-ইয়াম্‌লিকূনা লিআন্‌ফুসিহিম্ নাফ্'আওঁ ওয়ালা- দ্বাররা- ;

জিজ্ঞেস করুন, 'তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কাউকে অভিভাবকরূপে গ্রহন করেছ- যারা নিজেদেরই উপকার বা অপকার করতে সক্ষম নয় ?'

সিজদাহ্ ঃ ২

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ

কুল্ হাল্ ইয়াস্‌তাওয়িল্ আ'মা- ওয়াল্ বাছীরু ; আম্ হাল্ তাস্‌তাওয়িজ্ জুলুমা-তু ওয়ান্নূরু,

বলুন, 'অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক ?' তবে কি তারা

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ

আম জ্বা'আলূ লিল্লা-হি শুরাকা—আ খালাকূ কাখাল্‌কিহী ফাতাশা-বাহাল্ খাল্‌কু 'আলাইহিম্ ; কুলিল্লা-হু খা-লিকু

আল্লাহ্‌র জন্য এমন অংশীদার সাব্যস্ত করেছে- যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যে কারণে তাদের সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে ? বলুন, 'আল্লাহ্‌ই

كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٧﴾ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ

কুল্লি শাইয়িওঁ ওয়া হুওয়াল্ ওয়া-হিদুল্ ক্বাহ্‌হা-র্। ১৭। আন্‌যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আন্ ফাসা-লাত্ আও দিয়াতুম্

সকল বস্তুর স্রষ্টা, তিনি এক ও পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, ফলে উপত্যকা সমূহ তার পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয়।

بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ

বিক্বাদারিহা- ফাহ্‌তামালাস সাইলু য্বাবাদার্ রা-বিয়ান ; ওয়া মিম্মা-ইউক্বিদূনা 'আলাইহি ফিন্না-রিব্

তারপর সেই প্লাবন তার ফেনা-রাশি (আবর্জনা) বহন করে। আর যখন অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্র তৈরীর জন্য কোন কিছু অগ্নিতে

ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ

তিগা—আ হ্বিলইয়াতিন্ আও মাতা-'ইন্ য্বাবাদুম্ মিছ্‌লুহূ ; কাযা-লিকা ইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্ হাক্ব্‌কা ওয়াল বা-ত্বিলা ;

উত্তপ্ত করা হয়, তখন তাতেও অনুরূপে ফেনা-রাশি (আবর্জনা) থাকে। এভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন।

فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

ফাআম্মায্ য্বাবাদু ফাইয়াযহাবু জুফা—আন্, ওয়া আম্মা- মা-ইয়ান্‌ফা'উন্না-সা ফাইয়াম্‌কুছু ফিল আর্‌দ্বি ;

অতঃপর তার ফেনাগুলো (আবর্জনা) ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা যমীনে রয়ে যায়।

৪ ওয়াক্বফুন নাবী (সাঃ)

كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٨﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ

কাযা-লিকা ইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্ আম্‌ছা-ল। ১৮। লিল্লাযীনাস্‌তাজা-বূ লিরাব্বিহিমুল্ হুস্‌না- ;

এভাবে আল্লাহ্ উপমা প্রদান করেন। (১৮) কল্যাণ তাদের জন্য যারা তাদের প্রভুর নির্দেশ পালন করে। আর যারা তাঁর নির্দেশ পালন করে না,

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ

ওয়াল্লাযীনা লাম ইয়াস্‌তাজীবূ লাহূ লাও আন্না লাহুম্ মা-ফিল্ আর্‌দ্বি জামী'আওঁ ওয়া মিছ্‌লাহূ মা'আহূ

যদি তাদের কাছে পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সবই থাকত এবং এর সাথে সমপরিমাণ আরও কিছু থাকত, তবে তারা মুক্তিপণ স্বরূপ তা

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭) ঃ انزل من السماء - এখানে "নুযূলে কুরআন" (কুরআনের অবতীর্ণ)-কে বৃষ্টিপাতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। বৃষ্টির দ্বারা যেমন সাধারণভাবে সকলে উপকৃত হয়ে থাকে, কুরআনের উপকারিতাও সকলের জন্যই সমান এবং وادى (উপত্যকার) তুলনা অন্তরের সাথে। যেমনিভাবে বৃষ্টির পানি উপত্যকায় গিয়ে পৌঁছে, তেমনিভাবে কুরআন এবং ঈমান মুমিনের অন্তরে স্থায়িত্ব পায় ও শান্তি অনুভব করে। (কুঃ কারীম) ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ১৭) ঃ فاما الزبد - বাতিলের (কাফিরদের) উদাহরণও ফেনার ন্যায়। ফেনা যেমনি আস্তে আস্তে পানির সাথে মিশে যায় অথবা বায়ুর সাথে উড়ে যায়। বাতিলও তেমনি স্থায়িত্ব হয় না, আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যায়। (কুঃ কারীম)

لَافْتَدَوْا بِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ ۙ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ

লাফ্তাদাও বিহী ; উলা—ইকা লাহুম্ সূ—উল্ হ্বিসা-ব্ ওয়ামা'ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নামু ; ওয়া বি'সাল্

দিয়ে দিত। তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত কঠোরভাবে এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস। আর তা কতইনা নিকৃষ্টতম

الْمِهَادُ ﴿۱۹﴾ اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ؕ

মিহা-দ্। ১৯। আফামাইঁ ইয়া'লামু আন্নামা~উনযিলা ইলাইকা মির্ রাব্বিকাল্ হ্বাক্কু কামান্ হুওয়া আ'মা-;

বাসস্থান ! (১৯) আর যে ব্যক্তি জানে– আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা সত্য, আর যে জ্ঞানান্ধ– তারা কি সমান ?

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۲۰﴾ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ

ইন্নামা- ইয়াতাযাক্কারু উলুল্ আল্বা-ব্। ২০। আল্লাযীনা ইউফূনা বি'আহ্দিল্লা-হি ওয়ালা- ইয়ানকুদ্বূনাল্

তারাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে যারা বোধশক্তি সম্পন্ন, (২০) যারা আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

الْمِيْثَاقَ ﴿۲۱﴾ وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

মীছা-ক্ব্। ২১। ওয়াল্লাযীনা ইয়াছিলূনা মা~আমারাল্লা-হু বিহী~আঁই ইউছালা ওয়া ইয়াখ্শাওনা রাব্বাহুম্

করে না। (২১) আর আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে, তাদের প্রতিপালককে ভয় করে;

وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ ﴿۲۲﴾ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا

ওয়া ইয়া খা-ফূনা সূ—আল্ হ্বিসা-ব্। ২২। ওয়াল্লাযীনা ছ্বাবারুব্ তিগা—আ ওয়াজ্হি রাব্বিহিম ওয়া আক্বা-মুছ্

এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে। (২২) আর যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে, যথাযথভাবে

الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

ছ্বালা-তা ওয়া আনফাকূ মিম্মা- রাযাক্না-হুম্ সিররাওঁ ওয়া 'আলা-নিয়াতাওঁ ওয়া ইয়াদ্রাউনা বিলহ্বাসানাতিস্ সায়্যিআতা

নামায পড়ে, আর আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল কাজ করে-

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۳﴾ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ

উলা—ইকা লাহুম্ 'উক্ববাদ্ দা-র্। ২৩। জান্না-তু 'আদ্নিইঁ ইয়াদ্খুলূনাহা- ওয়া মান্ ছ্বালাহ্বা মিন্ আ-বা—ইহিম্

এদের জন্যই রয়েছে শেষ দিবসের আবাস-গৃহ (২৩) তা হলো অনন্তকালের জান্নাত, এতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা, স্বামী-স্ত্রী ও

وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۲۴﴾ سَلٰمٌ

ওয়া আয্ওয়া-জ্বিহিম্ ওয়াযুররিয়্যা-তিহিম্ ওয়াল্ মালা—ইকাতু ইয়াদ্খুলূনা 'আলাইহিম মিন্ কুল্লি বা-ব্। ২৪। সালা-মুন্

সন্তান-সন্তুতিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তারাও তাতে প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতারা তাদের কাছে প্রত্যেক দরজা দিয়ে উপস্থিত হবে, (২৪) আর বলবে,

عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۲۵﴾ وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ

'আলাইকুম্ বিমা- ছ্বাবার্তুম্ ফানি'মা 'উক্ববাদ্ দা-র্। ২৫। ওয়াল্লাযীনা ইয়ান্কুদ্বূনা 'আহ্দাল্লা-হি

তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক তোমরা ধৈর্যধারণ করেছ বলে, আর তোমাদের এ পরিণাম গৃহ কতই না উত্তম ! (২৫) যারা আল্লাহ্র সাথে দৃঢ় অঙ্গীকার

مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي

মিম্ বা'দি মীছা-ক্বিহী ওয়া ইয়াক্বত্বা'উনা মা~আমারাল্লা-হু বিহী~আইঁ ইউছ্বালা ওয়া ইউফ্‌সিদূনা ফিল্
করার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে,

الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٦﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ

আর্‌দ্বি উলা—ইকা লাহুমুল্ লা'নাতু ওয়া লাহুম্ সূ—উদ্ দা-র্। ২৬। আল্লা-হু ইয়াব্‌সুত্বুর রিয্‌ক্বা
. তাদের জন্যই রয়েছে অভিশাপ এবং নিকৃষ্টতম আবাস। (২৬) আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক

لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ

লিমাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াক্বদিরু ; ওয়া ফারিহূ বিলহ্বায়া-তিদ্ দুন্‌ইয়া-; ওয়ামাল্ হ্বাইয়া-তুদ্ দুন্‌ইয়া- ফিল্ আ-খিরাতি
বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক কমিয়ে দেন; কিন্তু মানুষ পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত। অথচ পার্থিব জীবন তো পরকালের তুলনায় খুবই

৩ ع ৯ রুকূ

إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ قُلْ

ইল্লা- মা'তা-উ। ২৭। ওয়া ইয়াক্বূলুল্ লাযীনা কাফারূ লাওলা~উন্‌যিলা 'আলাইহি আ-য়াতুম্ মির্ রাব্বিহী ; ক্বুল্
তুচ্ছ বিষয় ! (২৭) কাফেররা বলে, 'তার প্রতি তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন নাযিল হয়নি ?' বলুন,

إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ

ইন্নাল্লা-হা ইউদ্বিল্লু মাইঁ ইয়াশা—উ ওয়া ইয়াহ্‌দী~ইলাইহি মান্ আনা-ব্। ২৮। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া তাত্বমাইন্নু
'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং তিনি তাকে নিজের দিকে পথ প্রদর্শন করেন– যে তাঁর অভিমুখী হয়; (২৮) 'যারা ঈমান আনে এবং

قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٩﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ক্বুলূবুহুম্ বিযিকরিল্লা-হি ; 'আলা- বিযিক্‌রিল্লা-হি তাত্বমাইন্নুল্ ক্বুলূব্। ২৯। আল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ্ব
আল্লাহ্‌র স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ- আল্লাহ্‌র স্মরণেই কেবল অন্তর প্রশান্ত হয় ; (২৯) যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে,

الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٣٠﴾ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ

ছ্বা-লিহ্বা-তি তূবা- লাহুম্ ওয়া হুস্‌নু মাআ-ব্। ৩০। কাযা-লিকা আর্‌সাল্‌না-কা ফী~উম্মাতিন্ ক্বাদ খালাত্
স্বাচ্ছন্দ এবং চমৎকার বাসস্থান তাদের জন্য রয়েছে। (৩০) এভাবেই আপনাকে আমি পাঠিয়েছি এমন এক জাতির প্রতি, যাদের পূর্বে বহু জাতি অতীত

مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ

মিন্ ক্বাব্‌লিহা~উমামুল্ লিতাত্‌লুওয়া 'আলাইহিমুল্লাযী~আওহ্বাইনা~ইলাইকা ওয়াহুম্ ইয়াকফুরূনা বির্‌রাহ্বমা-নি ;
হয়ে গেছে– যাতে আপনি তাদেরকে তা শুনিয়ে দেন যা আপনাকে আমি ওহী করেছি। এরপরও তারা করুণাময়কে অস্বীকার করে।

○ টীকা (আঃ ২৬) ঃ উপরে একটি আয়াতে আল্লাহ নেককারদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আর বদকারদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং তাদের বাসস্থান জাহান্নাম নির্ধারণ করেছেন। এস্থলে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, পৃথিবীতে দেখা যায়, অনেক বদলোক সুখে শান্তিতে বসবাস করছে এবং অনেক নেকলোক নানান কষ্টে জীবন যাপন করছে, এর কারণ কি? এ সন্দেহ নিরসন করে আল্লাহ তাআলা এখানে বলেছেন, দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ-কষ্ট নেক আমল ও বদ আমলের উপর নির্ভরশীল নয়। বরং নেক আমল ও বদ আমলের জন্য পরকালে বিশেষ পুরস্কার এবং শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও ক্ষণস্থায়ী। (বঃ কোঃ)

قُلْ هُوَ رَبِّي لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا

কুল্ হুওয়া রাব্বী লা~ইলা-হা ইল্লা-হুওয়া, 'আলাইহি তাওয়াক্কাল্তু ওয়া ইলাইহি মাতা-ব্। ৩১। ওয়া লাও আন্না কুরআ-নান্

বলুন, 'তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁরই উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন।' (৩১) যদি কুরআন

سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ۗ بَل لِّلَّهِ

সুয়্যিরাত্ বিহিল্ জ্বিবা-লু আও কুত্ত্বি'আত্ বিহিল্ আর্দ্বু আও কুল্লিমা বিহিল্ মাওতা- ; বাল্ লিল্লা-হিল্

এমন হত, যার দ্বারা পাহাড়কে হটানো যায় বা যমীনকে বিদীর্ণ করা যায় অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যায় (তবুও তারা এতে বিশ্বাস করত না); বরং

الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَايْئَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ

আম্রু জ্বামী'আন্ ; আফালাম্ ইয়াইআসিল্ লাযীনা আ-মানূ~আল্লাও ইয়াশা---উল্ লা-হু লাহাদান্না-সা

সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্র এখতিয়ারে। তবে কি ঈমানদারা এব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে সকলকে তিনি সুপথ দেখাতে

جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ

জ্বামী'আন্ ; ওয়ালা- ইয়াযা-লুল্লাযীনা কাফারূ তুছ্বীবুহুম বিমা- ছ্বানা'উ ক্বা-রি'আতুন্ আও তাহ্লুলু

পারতেন। আর কাফেরদের কর্মফলের কারণে তারা সবসময় আঘাত পেতেই থাকবে কিংবা তাদের ঘরের আশেপাশেই বিপর্যয়

৪ ع ৫ ১০ রুকূ

قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

ক্বারীবাম্ মিন্ দা-রিহিম্ হাত্তা- ইয়া'তিয়া ওয়া'দুল্লা-হি ; ইন্নাল্ লা-হা লা-ইউখলিফুল্ মী'আ-দ্।

আঘাত করবে– যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা সমাগত হয়। নিশ্চয় আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ ﴿٣٢﴾

৩২। ওয়া লাক্বাদিস্ তুহ্যিআ বিরুসুলিম্ মিন্ ক্বাব্লিকা ফাআম্লাইতু লিল্লাযীনা কাফারূ ছুম্মা আখায্তুহুম,

(৩২) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূলকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়েছে। অতঃপর কাফেরদেরকে আমি কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছিলাম;

فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٣٣﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ

ফাকাইফা কা-না 'ইক্বা-ব্। ৩৩। আফামান্ হুওয়া ক্বা—ইমুন্ 'আলা- কুল্লি নাফসিম্ বিমা-কাসাবাত্, ওয়া জ্বা'আলূ লিল্লা-হি

সুতরাং কেমন ভয়ংকর ছিল আমার শাস্তি ? (৩৩) আর যিনি প্রত্যেকের কার্যাবলি লক্ষ্য করেন, তিনি কি তাদের সমান যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে

شُرَكَاءَ ۚ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ

শুরাকা—আ ; কুল সাম্মূহুম্ ; আম্ তুনাব্বিঊনাহূ বিমা- লা-ইয়া'লামু ফিল্ আরদ্বি আম্ বিজা-হিরিম্ মিনাল্

শরীক করে ? বলুন, 'তাদের পরিচয় দাও অথবা তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও যা তিনি জানেন না ? না– তোমরা অনর্থক কথা-বার্তা

الْقَوْلِ ۚ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ

ক্বাওলি; বাল্ যুইয়্যিনা লিল্লাযীনা কাফারূ মাক্রুহুম্ ওয়াছ্দ্দূ 'আনিস্ সাবীলি ; ওয়া মাইঁ ইউদ্বলিলিল্লা-হু

বলছ' ? বরং কাফেরদের প্রতারণা তাদের কাছে শোভনীয় করা হয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন,

فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ ج

ফামা-লাহূ মিন হা-দ। ৩৪। লাহুম্ 'আযা-বুন্ ফিল্ হায়া-তিদ্ দুন্ইয়া- ওয়ালা 'আযা-বুল্ আ-খিরাতি আশাক্কু,
তার কোন পথ প্রদর্শক নেই। (৩৪) তাদের জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে আযাব এবং পরকালের আযাব তো আরো কঠোর।

وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ﴿٣٥﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط تَجْرِيْ

ওয়ামা- লাহুম্ মিনাল্লা-হি মিওঁ ওয়া-ক্ব। ৩৫। মাছালুল্ জান্নাতিল লাতী উ'ইদাল্ মুত্তাকূনা ; তাজ্রী
আল্লাহ্র আযাব থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ নেই। (৩৫) যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে মুত্তাকীদেরকে, তার উপমা হলো, তার

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط اُكُلُهَا دَآئِمٌ وَّظِلُّهَا ط تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا ق صلے وَّعُقْبَى

মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু ; উকুলুহা- দা—ইমুওঁ ওয়াজিললুহা-; তিল্কা 'উক্বাল্লাযী নাত্তাকাওঁ ওয়া 'উক্বাল্
পাদদেশে নদী প্রবাহিত হয়, তার ফলসমূহ ও তার ছায়া চিরস্থায়ী। এই জান্নাত তাদের জন্যই যারা মুত্তাকী– তাদের কর্মফলের কারণে এবং কাফিরদের

الْكٰفِرِيْنَ النَّارُ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

কা-ফিরীনান্ না-র্। ৩৬। ওয়াল্লাযীনা আ-তাইনা-হুমুল্ কিতা-বা ইয়াফ্রাহূনা বিমা~উনযিলা ইলাইকা
কর্মফল জাহান্নাম। (৩৬) আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা আপনার প্রতি যা নাযিল হয় তাতে আনন্দিত হয়; কিন্তু কয়েকটি দল তার

وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ط قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ

ওয়া মিনাল আহ্যা-বি মাইঁ ইউন্কিরু বা'দ্বাহূ ; কুল্ ইন্নামা~উমির্তু আন্ আ'বুদাল্লা-হা ওয়ালা~
কিছু অংশ অস্বীকার করে। বলুন, 'আমি আল্লাহ্র ইবাদত করতে এবং তাঁর কোন শিরিক না করতে আদিষ্ট

اُشْرِكَ بِهٖ ط اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ ﴿٣٧﴾ وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ط

উশ্রিকা বিহী ; ইলাইহি আদ্'উ ওয়া ইলাইহি মাআ-ব্। ৩৭। ওয়া কাযা-লিকা আন্যাল্না-হু হুক্মান্ 'আরাবিয়্যান্ ;
হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি সকলকে ডাকি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন। (৩৭) এভাবে আমি আরবী ভাষায় এই কুরআনকে

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لا مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ

ওয়ালাইনিত তাবা'তা আহ্ওয়া—আহুম্ বা'দা মা-জা—আকা মিনাল্ 'ইল্মি মা-লাকা মিনাল্লা-হি মিওঁ
নাযিল করেছি এক নির্দেশ স্বরূপ। জ্ঞানপ্রাপ্তির পর আপনি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে আপনার কোন

৫ ع ৬ ১১ রুকূ

وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا

ওয়ালিয়্যিওঁ ওয়ালা- ওয়া-ক্ব। ৩৮। ওয়া লাক্বাদ্ আরসাল্না- রুসুলাম্ মিন্ ক্বাব্লিকা ওয়া জা'আল্না- লাহুম্ আয্ওয়া-জাওঁ
সাহায্যকারী ও রক্ষক থাকবে না (৩৮) আপনার পূর্বেও অনেক রাসূল পাঠিয়েছিলাম এবং তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম।

○ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ অর্থাৎ, আপনি তাদেরকে বলে দিন, আহকাম দ্বিবিধ, মৌলিক ও শাখাগত। মৌলিক বিষয়ে তোমাদের মতভেদ থাকলে তা ভুল। কেননা, সমস্ত শরীআতের মৌলিক বিষয় এক। আমি সে মৌলিক বিষয়ের অনুসরণ করতেই আদিষ্ট হয়েছি। অর্থাৎ, তাওহীদ, রেসালাত ও পুনরুত্থান, এ তিনটি বিষয়ই ধর্মের মৌলিক বিষয়। ইহুদী, নাছারারা অবশ্য মোটামুটিভাবে এ তিনটি বিষয় স্বীকার করে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ আরবী ভাষায় উল্লেখ দ্বারা বুঝা যায়, হুযূর (স) আরব দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলে কোরআন আরবীতে নাযিল হয়েছে। প্রত্যেক নবীর প্রতি তদীয় ভাষাতেই কিতাব নাযিল হয়েছে। (বঃ কোঃ)

وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ○

ওয়া যুররিয়্যাতান্ ; ওয়ামা- কা-না লিরাসূলিন্ আঁই ইয়া'তিয়া বিআ-য়াতিন ইল্লা- বিইয্নিল্লা-হি ; লিকুল্লি আজ্বালিন কিতা-ব্।

আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কোন আয়াত উপস্থিত করা যে কোন রাসূলের সাধ্যের বাইরে। আর প্রত্যেক কালের জন্য নির্ধারিত বিধান রয়েছে।

৩৯ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ৪০ وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي

৩৯। ইয়ামহুল্লা-হু মা- ইয়াশা—উ ওয়া ইউছ্বিতু ওয়া 'ইন্দাহূ উম্মুল্ কিতা-ব্। ৪০। ওয়া ইম্মা- নুরিইয়ান্নাকা বা'দ্বাল্লাযী

(৩৯) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তা বাতিল করে দেন এবং যা ইচ্ছা করেন, তা সুদৃঢ় রাখেন এবং তাঁর কাছেই রয়েছে মূল কিতাব। (৪০) তাদের সাথে যে আযাবের ওয়াদা

نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ৪১ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا

না'ইদুহুম্ আও নাতাওয়াফ্ফাইয়ান্নাকা ফাইন্নামা- 'আলাইকাল্ বালা-গু ওয়া 'আলাইনাল হিসা-ব্। ৪১। আওয়ালাম্ ইয়ারাও আন্না-

করেছি তার কিছু যদি আপনাকে দেখাই বা যদি আপনার মৃত্যু ঘটাই- আপনার কর্তব্য তো প্রচার করা এবং আমার দায়িত্ব হলো হিসাব নেয়া। (৪১) তারা কি দেখে না-

نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ

না'তিল্ আর্দ্বা নান্কুছুহা- মিন্ আত্বরা-ফিহা-; ওয়াল্লা-হু ইয়াহ্কুমু লা-মু'আক্কিবা লিহুক্মিহী ; ওয়া হুওয়া সারী'উল্

আমি পৃথিবীকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে আসছি ? 'আল্লাহ্ আদেশ করেন, তাঁর আদেশ পশ্চাদে নিক্ষেপ করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে

الْحِسَابِ ৪২ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ

হিসা-ব। ৪২। ওয়া ক্বাদ্ মাকারাল্লাযীনা মিন্ ক্বাবলিহিম্ ফালিল্লা-হিল্ মাক্রু জ্বামী'আন ; ইয়া'লামু মা-তাকসিবু

অত্যন্ত তৎপর। (৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও চক্রান্ত করেছিল; কিন্তু সমস্ত কৌশল তো আল্লাহ্র হাতেই আছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই

كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ৪৩ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ

কুল্লু নাফ্সিন্ ; ওয়া সাইয়া'লামুল্ কুফ্ফা-রু লিমান্ 'উক্ববাদ্ দা-র্। ৪৩। ওয়া ইয়াকূলুল্লাযীনা কাফারূ লাসতা

যা করে তা তিনি জানেন এবং পরকালের আবাসগৃহ কাদের জন্য তা কাফেররা শীঘ্রই জানতে পারবে। (৪৩) আর কাফেররা বলে, 'আপনি আল্লাহ্র

مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ○ ع ৬ ৬ ১২ রুকূ

মুর্সালান ; কুল্ কাফা-বিল্লা-হি শাহীদাম্ বাইনী ওয়া বাইনাকুম্ ওয়া মান্ 'ইন্দাহূ 'ইল্মুল্ কিতা-ব্।

প্রেরিত নন।' বলুন, 'আল্লাহ্ এবং যাদের নিকট তাঁর কিতাব আছে তারাই আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট।

সূরা ইবরা-হীম মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৫২ রুকূ ঃ ৭

﴿١﴾ الٓرٰ ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ بِاِذْنِ

১। আলিফ্ লা—ম্ রা-, কিতা-বুন্ আন্যাল্না-হু ইলাইকা লিতুখ্রিজান্না-সা মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান্ নূরি, বিইয্নি

(১) আলিফ লাম্ রা, এটি সেই কিতাব, যা আপনার প্রতি নাযিল করেছি- যাতে আপনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন-

رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴿٢﴾ اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى

রাব্বিহিম্ ইলা- ছিরা-ত্বিল্ 'আযীযিল্ হামীদ। ২। আল্লা-হিল্লাযী লাহূ মা- ফিস সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্

তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে তাঁরই পথের দিকে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসনীয়। (২) তিনি আল্লাহ, আকাশ মণ্ডলী ও ভূমণ্ডলে যা কিছু

الْاَرْضِ ؕ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ ﴿٣﴾ الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ

আরদ্বি ; ওয়া ওয়াইলুল্লিল্ কা-ফিরীনা মিন্ 'আযা-বিন শাদীদ। ৩। আল্লাযীনা ইয়াস্তাহিব্বূনাল্

আছে সমস্ত কিছুই তাঁর। আর কাফেরদের দুর্ভোগ হোক, যাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব। (৩) যারা পার্থিব জীবনকে

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ

হায়া-তাদ দুন্ইয়া- 'আলাল্ আ-খিরাতি ওয়া ইয়াছুদ্দূনা 'আন্ সাবীলিল্লা-হি ওয়া ইয়াব্গূনাহা- 'ইওয়াজান্ ;

পরকালের উপর প্রাধান্য দেয়, (মানুষকে) আল্লাহ্র পথ থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ্র (সরল) পথে বক্রতা অনুসন্ধান করে,

اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ ۢ بَعِيْدٍ ﴿٤﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ

উলা—ইকা ফী দ্বালা-লিম্ বা'ঈদ্। ৪। ওয়ামা~আর্সাল্না- মির্ রাসূলিন্ ইল্লা- বিলিসা-নি ক্বাওমিহী লিইউবায়্যিনা লাহুম্ ;

তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (৪) আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি, তাদেরকে পরিষ্কারভাবে যাতে বোঝাতে পারে!

فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٥﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا

ফাইউদ্বিল্লুল্লা-হু মাই ইয়াশা—উ ; ওয়া ইয়াহ্দী মাই ইয়াশা—উ ; ওয়াহুওয়াল্ 'আযীযুল্ হাকীম্। ৫। ওয়া লাক্বাদ আর্সাল্না-

অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (৫) মূসাকে আমি আমার

مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ

মূসা- বিআ-য়া-তিনা~আন্ আখ্রিজ্ ক্বাওমাকা মিনাজ্ জুলুমা-তি ইলান নূরি ; ওয়া যাক্কির্ হুম্

নিদর্শনসমূহসহ পাঠিয়ে বলেছিলাম, 'আপনার সম্প্রদায়কে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে নিয়ে আসুন এবং তাদেরকে আল্লাহর

بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٦﴾ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى

বিআইয়্যা-মিল্ লা-হি ; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়া-তিল্ লিকুল্লি ছাব্বা-রিন্ শাকূর্। ৬। ওয়া ইয্ ক্বা-লা মূসা-

নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করান।' নিশ্চয় অধিক ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে। (৬) স্মরনীয় সে সময় যখন, মূসা তার

لِقَوْمِهِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجٰىكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ

লিক্বাওমিহিয্ কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ ইয্ আন্জা-কুম্ মিন্ আ-লি ফির্'আওনা ইয়াসূমূনাকুম্

কওমকে বলেছিলেন, তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেছিলেন ফেরাওনের পরিষদবর্গের

سُوْٓءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُوْنَ اَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَآءَكُمْ ؕ وَفِيْ ذٰلِكُمْ

সূ—আল্ 'আযা-বি ওয়া ইউযাব্বিহূনা আব্না—আকুম্ ওয়া ইয়াস্তাহ্ইউনা নিসা—আকুম্ ; ওয়া ফী যা-লিকুম

কবল থেকে, যারা তোমাদেরকে শাস্তি দিত, তোমাদের পুত্রদেরকে হত্যা করত ও নারীদেরকে জীবিত রাখত। আর এতে ছিল তোমাদের

بلاء من ربكم عظيم ﴿٧﴾ واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ع ১ ১৩ রুকূ

বালা—উম্ মির রাব্বিকুম 'আজীম্। ৭। ওয়া ইয্ তাআয্‌যানা রাব্বুকুম লাইন্ শাকারতুম্ লা-আযীদান্নাকুম্
প্রভূর পক্ষ থেকে এক মহাপরীক্ষা।' (৭) স্মরণ কর, 'যখন তোমাদের প্রভূ ঘোষণা করেন– তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই আরো অধিক দেব,

ولئن كفرتم ان عذابي لشديد ﴿٨﴾ وقال موسى ان تكفروا انتم ومن

ওয়ালাইন্ কাফারতুম্ ইন্না 'আযা-বী লাশাদীদ্। ৮। ওয়া ক্বা-লা মূসা~ইন তাকফুরূ~আন্‌তুম্ ওয়া মান্
আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার আযাব হবে কঠোর।' (৮) আর মূসা বলেছিলেন, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ হও,

في الارض جميعا فان الله لغني حميد ﴿٩﴾ الم ياتكم نبؤا الذين من

ফিল্ আরদ্বি জ্বামী'আন, ফাইন্নাল্লা-হা লাগানিইয়্যুন হ্বামীদ্। ৯। আলাম্ ইয়া'তিকুম্ নাবাউল্লাযীনা মিন্
তবে জেনে রাখ, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত এবং প্রশংসনীয়।' (৯) 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী

قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله

ক্বাব্‌লিকুম্ ক্বাওমি নূহ্বিঁও ওয়া 'আ-দিঁও ওয়া ছামূদা ; ওয়াল্লাযীনা মিম্ বা'দিহিম্ লা-ইয়া'লামুহুম্ ইল্লাল্লা-হু ;
কওমে নূহ, কওমে আ'দ ও কওমে সামুদের এবং তাদের পরবর্তীদের সংবাদ পৌছেনি ? তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

جاءتهم رسلهم بالبينت فردوا ايديهم في افواههم وقالوا انا كفرنا

জ্বা—আত্‌হুম্ রুসুলুহুম্ বিল্‌বায়্যিনা-তি ফারাদ্দূ~আইদিইয়াহুম্ ফী~আফওয়া-হিহিম্ ওয়া ক্বা-লূ~ইন্না- কাফারনা-
তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাবলিসহ তাদের রাসূল এসেছিল, তারা তাদের কথায় তাদের হাত তাদের মুখের উপর রাখত এবং বলত, 'যা নিয়ে তোমরা প্রেরিত হয়েছ–

بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب ﴿١٠﴾ قالت رسلهم

বিমা~উরসিল্‌তুম্ বিহী ওয়া ইন্না- লাফী শাক্কিম্ মিম্মা- তাদ্'উনানা~ইলাইহি মুরীব্। ১০। ক্বা-লাত্ রুসুলুহুম্
আমরা তা অবিশ্বাস করি এবং যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ তাতে আমরা অবশ্যই ঘোরতর সন্দেহে রয়েছি। (১০) তাদের রাসূলগণ তাদেরকে বলেছিল, তিন চতুর্থাংশ

افي الله شك فاطر السموت والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم

আফিল্ লা-হি শাক্কুন্ ফা-ত্বিরিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ; ইয়াদ্'উকুম্ লিয়াগ্‌ফিরালাকুম্ মিন্ যুনূবিকুম্
'আল্লাহ্‌র ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে ? যিনি আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা! তিনি তাঁর দিকে তোমাদেরকে আহবান করেন তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করার জন্য

ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان

ওয়া ইউআখ্‌খিরাকুম্ ইলা~আজ্বালিম্ মুসাম্মান্ ; ক্বা-লূ~ইন্ আন্‌তুম্ ইল্লা- বাশারুম্ মিছ্‌লুনা- ; তুরীদূনা আন্
এবং এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য।' তারা বলত 'তোমরা তো আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৯) : ....فردوا ايديهم - মুফাচ্ছিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ বলেছেন– (১) তারা তাদের হাত নিজেদের মুখের উপর রেখে দিয়ে বলত, "আমাদের তো একটিই কথা যে, আমরা তোমার নবুওয়াতের অস্বীকারকারী"। (২) তারা তাদের আংগুলগুলো দ্বারা মুখে দিকে ইংগিত করে বলত, "চুপ থাক, এই যে পয়গাম (দাওয়াত) নিয়ে এসেছে সেদিকে ফিরেও তাকাবে না।" (৩) তারা ঠাট্টা করে তাদের হাত মুখের উপর রাখত। যেমন অনেকে হাসি দাবিয়ে রাখার জন্য এমন করে থাকে। (৪) তারা তাদের হাত রাসলূগণের মুখের উপর রাখত এবং বলত "চুপ থাক"। (৫) অথবা ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের হাত মুখে রাখত। (কুঃ কারীম)

تَصُدُّوْنَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَآؤُنَا فَاْتُوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (১১) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ

তাছুদ্দূনা 'আম্মা- কা-না ইয়া'বুদু আ-বা—উনা- ফা'তূনা বিসুল্‌ত্বা-নিম্ মুবীন্। ১১। ক্বা-লাত্ লাহুম্ রুসুলুহুম্

করত তাদের উপসনা থেকে কি আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। তবে তোমরা কোন প্রমাণ নিয়ে আস।' (১১) তাদের রাসূলরা তাদেরকে বলত,

اِنْ نَّحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَمَا كَانَ

ইন্ নাহ্‌নু ইল্লা-বাশারুম্ মিছ্‌লুকুম্ ওয়ালা-কিন্ নাল লা-হা ইয়ামুনু্ন 'আলা- মাই ইয়াশা—উ মিন্ 'ইবা-দিহী ; ওয়ামা- কা-না

'আসলে আমরা তো তোমাদেরই মত মানুষ; কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ্‌র অনুমতি

لَنَآ اَنْ نَّاْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

লানা~আন্ না'তিয়াকুম বিসুল্‌ত্বা-নিন্ ইল্লা বিইয্‌নিল্লা-হি ; ওয়া 'আলাল্লা-হি ফালইয়াতাওয়াক্কালিল মু'মিনূন্।

ছাড়া তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ উপস্থিত করা আমাদের জন্য শোভনীয় নয়। আর মুমিনদের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত।'

(১২) وَمَا لَنَآ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰىنَا سُبُلَنَا ؕ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَا ؕ

১২। ওয়ামা- লানা~আল্লা- নাতাওয়াক্কাল 'আলাল্লা-হি ওয়া ক্বাদ হাদা-না- সুবুলানা- ; ওয়া লানাছ্‌বিরান্না 'আলা- মা~আ-যাইতুমূনা-;

(১২) আমাদের কি হয়েছে যে, 'আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করব না? অথচ তিনিই তো আমাদের পথ প্রদর্শক। তোমরা যে আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছ আমরা তাতে ধৈর্যধারণ করব

২ ع ১৪ রুকূ

وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (১৩) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ

ওয়া 'আলাল্লা-হি ফাল্‌ইয়াতাওয়াক্কালিল্ মুতাওয়াক্কিলূন্। ১৩। ওয়া ক্বা-লাল্লাযীনা কাফারূ লিরুসুলিহিম্ লানুখ্‌রিজান্নাকুম্ মিন্

এবং যারা ভরসা করতে চায়- তাদের আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত।' (১৩) কাফেররা তাদের রাসূলগণকে বলেছিল, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই

اَرْضِنَآ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مِلَّتِنَا ؕ فَاَوْحٰٓى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

আর্‌দ্বিনা~আও লাতা'উদুন্না ফী মিল্লাতিনা- ; ফাআওহা~ইলাইহিম্ রাব্বুহুম্ লানুহ্‌লিকান্নায্ যা-লিমীন্।

বের করে দেব কিংবা আমাদের ধর্মাদর্শে তোমরা ফিরে আসবে।' অতঃপর রাসূলগণকে তাদের প্রতিপালক ওহী করলেন, জালিমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করে দেব।'

(১৪) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ۝

১৪। ওয়া লানুসকিনান্নাকুমুল্ আর্‌দ্বা মিম্ বা'দিহিম্ ; যা-লিকা লিমান্ খা-ফা মাক্বা-মী ওয়া খা-ফা ওয়া'ঈদ্।

(১৪) তাদের পরে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত করব। এটা তাদের জন্য- যারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার এবং আমার শাস্তির ভয় রাখে।

(১৫) وَاسْتَفْتَحُوْا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ (১৬) مِّنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ وَيُسْقٰى مِنْ مَّآءٍ

১৫। ওয়াস্‌তাফ্‌তাহূ ওয়াখা-বা কুল্লু জ্বাব্বা-রিন্ 'আনীদ্। ১৬। মিঁও ওয়ারা—ইহী জ্বাহান্নামু ওয়া ইউস্‌ক্বা-মিম্ মা—ইন্

(১৫) আর রাসূলগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন। আর প্রত্যেক দুরাচার ও স্বৈরাচারী ব্যর্থ হয়ে গেল। (১৬) তার সম্মুখে জাহান্নাম রয়েছে, সেখানে গলিত পুঁজ

صَدِيْدٍ (১৭) يَّتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَا هُوَ

ছ্বাদীদ্। ১৭। ইয়াতাজ্বার্‌রা'উহূ ওয়ালা- ইয়াকা-দূ ইউসীগুহূ ওয়া ইয়া'তীহিল্ মাওতু মিন্ কুল্লি মাকা-নিঁও ওয়ামা- হুওয়া

পান করান হবে। (১৭) যা অতি কষ্টে ঢোক গিলে গিলে পান করবে; কিন্তু তা গিলতে পারবে না। সবদিক থেকে তার কাছে মৃত্যুযন্ত্রণা আসবে;

بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٨﴾ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ

বিমায়্যিতিন ; ওয়ামিওঁ ওয়ারা—ইহী 'আযা-বুন্ গালীজ্। ১৮। মাছালুল্ লাযীনা কাফারূ বিরাব্বিহিম্ আ'মা-লুহুম্

কিন্তু সে মরবে না এবং তার সম্মুখে থাকবে আরও কঠোর আযাব। (১৮) যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের কর্মের দৃষ্টান্ত হল-

كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ

কারামা-দিনিশ্ তাদ্দাত্ বিহির্ রীহু ফী ইয়াওমিন্ 'আ-ছিফিন্ ; লা-ইয়াক্বদিরূনা মিম্মা- কাসাবূ 'আলা- শাইয়িন্ ;

ছাই ভস্মের মত, যাকে ঝড়ের দিনে প্রবল বাতাস তীব্র বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের উপার্জনের কোন কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারে না।

ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٩﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ

যা-লিকা হুওয়াদ্ব দ্বালা-লুল্ বা'ঈদ্। ১৯। আলাম্ তারা আন্নাল্লা-হা খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বা বিল্হাক্বক্ব ;

এটাই ঘোরতর বিভ্রান্তি। (১৯) তুমি কি লক্ষ্য কর নি, আল্লাহ আসমান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন ? তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের

إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٢٠﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۝

ইঁ ইয়াশা' ইউয্হিবকুম্ ওয়া ইয়া'তি বিখালক্বিন্ জ্বাদীদ্। ২০। ওয়ামা-যা-লিকা 'আলাল্লা-হি বি'আযীয্।

অস্তিত্ব বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং এক নতুন সৃষ্টি উপস্থিত করবেন। (২০) আর এটা আল্লহর জন্য মোটেও কঠিন নয়।

﴿٢١﴾ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ

২১। ওয়া বারাযূ লিল্লা-হি জ্বামী'আন্ ফাক্বা-লাদ্ দ্বু'আফা—উ লিল্লাযীনাস্ তাক্বারূ~ইন্না- কুন্না- লাকুম্ তাবা'আন্ ফাহাল্

(২১) সকলেই আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে। তখন দুর্বলেরা সবলদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; সুতরাং তোমরা কি

أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۖ

আন্তুম্ মুগ্নূনা 'আন্না মিন্ 'আযা-বিল্লা-হি মিন শাইয়িন্ ; ক্বা-লূ লাওহাদা-নাল্লা-হু লাহাদাইনা-কুম্;

আল্লাহর শাস্তির কোন অংশ আমাদের থেকে হটাতে পারবে ?' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ আমাদেরকে সৎপথ দেখালে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا ع ৩ ১৫ রুকূ

সাওয়া—উন্ 'আলাইনা~আজ্বাযি'না~আম ছাবারনা- মা- লানা- মিম্ মাহীছ্। ২২। ওয়া ক্বা-লাশ্ শাইত্বা-নু লাম্মা-

দেখাতাম। এখন আমরা ধৈর্যহারা হই বা ধৈর্যশীল হই সবই সমান। আমাদের আর রেহাই নেই।' (২২) যখন কার্য বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান

قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ

ক্বুদ্বিয়াল্ আম্‌রু ইন্নাল্লা-হা ওয়া'আদাকুম্ ওয়াদাল্ হাক্বক্বি ওয়া ওয়া'আত্তুকুম্ ফাআখ্লাফ্তুকুম্ ; ওয়ামা- কা-না লিয়া

বলবে, 'আল্লাহ্ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন। আর আমিও ওয়াদা দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি ওয়াদা রক্ষা করিনি। তোমাদের উপর আমার

✪ টীকা (আঃ ২১) ঃ এক রেওয়ায়েতে আছে, একাধারে পাঁচশত বছর আযাব ভোগ করার পর জাহান্নামীরা ফরিয়াদ করে বিফল হয়ে পরবর্তী পাঁচশত বছর ধৈর্য সহকারে আযাব ভোগ করবে। কিন্তু তাতেও বিন্দুমাত্র আযাবের লাঘবতা না দেখে বলবে, হায়! আমাদের আর রেহাই নেই। (মুঃ কোঃ)

✪ টীকা (আঃ ২২) ঃ বলপূর্বক কাউকেও পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা শয়তানের নেই। তবে অন্য উপায়ে মানুষের ক্ষতি করার ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু ফেরেশতার হেফাযতের কারণে তাও তারা সব সময় করতে পারে না। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ২২) ঃ একথা অতি সুস্পষ্ট যে, বিশ্বাসের দিক দিয়ে কেউই শয়তানকে আল্লাহর মর্যাদার অংশীদার মনে করে না বা তার উপাসনা করে না; বরং সকলেই তার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করে। কিন্তু তার আনুগত্য, দাসত্ব এবং জেনেশুনে বা অন্ধভাবে তার ভ্রান্তপথ অবশ্যই অনুসরণ করে থাকে- এ কাজকেই এখানে 'শিরিক' বলা হয়েছে। (শাঃ হিঃ)

عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا

'আলাইকুম্ মিন্ সুলত্বা-নিন্ ইল্লা~আন দা'আওতুকুম্ ফাস্তাজ্বাবতুম্ লী, ফালা- তালূমূনী ওয়ালূমূ~

কোন আধিপত্য ছিল না, তবে আমি তোমাদেরকে ডেকে ছিলাম, তোমরা সে ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। তাই তোমরা আমাকে গালমন্দ করো না– নিজেদেরকে

اَنْفُسَكُمْ ۭ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۭ اِنِّىْ كَفَرْتُ بِمَآ

আনফুসাকুম্ ; মা~আনা বিমুছ্বরিখিকুম্ ওয়ামা~আন্তুম্ বিমুছ্বরিখিয়্যা ; ইন্নী কাফার্তু বিমা~

গালমন্দ কর। আমিও তোমাদের সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার সাহায্যকারী নও। তোমরা যে ইতিপূর্বে আমাকে আল্লাহ্র সাথে শিরিক করেছিলে–

اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ۭ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَاُدْخِلَ الَّذِيْنَ

আশরাক্তুমূনি মিন্ ক্বাব্লু ; ইন্নাজ্ জা-লিমীনা লাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ২৩। ওয়া উদ্খিলাল্ লাযীনা

আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব।' (২৩) যারা ঈমান গ্রহণ করে ও সৎকর্ম করে–

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ্ ছ্বা-লিহা-তি জ্বান্না-তিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্তিহাল্ আন্হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-

তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করান হবে– যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে, তাদের প্রতিপালকের

بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۭ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ۝ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً

বিইযনি রাব্বিহিম্ ; তাহ্ইয়্যাতুহুম্ ফীহা- সালা-ম্। ২৪। আলাম্ তারা কাইফা দ্বারাবাল্লা-হু মাছালান্ কালিমাতান্

অনুমতিক্রমে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'। (২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ্ কিভাবে পবিত্র বাক্যের উপমা

طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِي السَّمَاۗءِ ۝ تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا

ত্বাইয়্যিবাতান্ কাশাজ্বারাতিন্ ত্বাইয়্যিবাতিন্ আছ্লুহা- ছা-বিতুওঁ ওয়া ফার'উহা- ফিস্ সামা—ই। ২৫। তু'তী~উকুলাহা-

বর্ণনা করেছেন যা উৎকৃষ্ট বৃক্ষের মত? যার মূল-কান্ড সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বাকাশে বিস্তৃত, (২৫) যে বৃক্ষটি প্রত্যেক মৌসুমে

كُلَّ حِيْنٍۢ بِاِذْنِ رَبِّهَا ۭ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

কুল্লা হ্বীনিম্ বিইযনি রাব্বিহা-; ওয়া ইয়াদ্বরিবুল্লা-হুল্ আম্ছা-লা লিন্না-সি লা'আল্লাহুম্ ইয়াতাযাক্কারূন্।

তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফল দান করে। আর আল্লাহ্ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করেন– যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِۨ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا ۝

২৬। ওয়া মাছালু কালিমাতিন খাবীছাতিন কাশাজ্বারাতিন্ খাবীছাতি নিজ্তুছ্ছাত্ মিন্ ফাওক্বিল্ আর্দ্বি মা-লাহা-

(২৬) আর নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো– নোংরা বৃক্ষের মত, যার মূল কান্ড যমীন থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে, যার কোন

مِنْ قَرَارٍ ۝ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

মিন্ ক্বারা-র্। ২৭। ইউছাব্বিতুল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ বিল্ক্বাওলিছ্ ছা-বিতি ফিল্ হ্বায়া-তিদ্ দুন্ইয়া-

স্থায়িত্ব নেই। (২৭) আল্লাহ মুমিনদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে সুদৃঢ় বাক্য দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾ أَلَمْ تَرَ ৪ ع ৬ ১৬ রুকূ

ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি ওয়া ইউদ্বিল্লুল্লা-হুজ্ জা-লিমীনা, ওয়াইয়াফ্'আলুল্লা-হু মা-ইয়াশা—উ। ২৮। আলাম্ তারা

আর জালিমদেরকে আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করবেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন। (২৮) আপনি কি তাদেরকে লক্ষ্য করেন না–

إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۚ

ইলাল্লাযীনা বাদ্দালূ নি'মাতাল্লা-হি কুফ্রাওঁ ওয়া আহাল্লূ ক্বাওমাহুম্ দা-রাল্ বাওয়া-র্। ২৯। জ্বাহান্নামা,

যারা আল্লাহ্র নেয়ামতের বিনিময়ে কুফরী করেছে এবং তারা তাদের স্বজাতিকে পৌঁছিয়েছে ধ্বংসের অতলে– (২৯) জাহান্নামে,

يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ قُلْ

ইয়াছ্লাওনাহা- ; ওয়াবি'সাল্ ক্বারা-র। ৩০। ওয়া জ্বা'আলূ লিল্লা-হি আন্দা-দাল্ লিইউদ্বিল্লূ 'আন্ সাবীলিহী ; কুল্

যার মধ্যে তারা প্রবেশ করবে, আর তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান ! (৩০) তারা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করায়। বলুন,

تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ

তামাত্তা'উ ফাইন্না মাছীরাকুম্ ইলান্ না-র। ৩১। কুল লি'ইবা-দিয়াল্লাযীনা আ-মানূ ইউক্বীমুছ্ ছালা-তা

'তোমরা ভোগ করে নাও, অতঃপর তোমাদের জাহান্নামেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।' (৩১) আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন– তাদেরকে বলুন, 'তারা

وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ

ওয়া ইউনফিক্ব্ মিম্মা- রাযাক্বনা-হুম্ সিররাওঁ ওয়া 'আলা-নিয়াতাম্ মিন্ ক্বাব্লি আইঁ ইয়া'তিয়া ইয়াওমুল্ লা-বাই'উন্ ফীহি

যথাযথভাবে নামায কায়েম রাখুক এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক– সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন কোন ক্রয়-বিক্রয়

وَلَا خِلَالٌ ﴿٣١﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

ওয়ালা- খিলা-ল্। ৩২। আল্লা-হুল্লাযী খালাক্বাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্দ্বা ওয়া আন্যালা মিনাস্ সামা—ই মা—আন্

ও বন্ধুত্ব থাকবে না।'(৩২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তা দিয়ে তোমাদেরকে

فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ

ফাআখ্রাজা বিহী মিনাছ ছামারা-তি রিয্ক্বাল্ লাকুম্, ওয়াসাখ্খারা লাকুমুল্ ফুল্কা লিতাজ্রিয়া ফিল্ বাহ্রি

রিযিক দানের জন্য ফলমূল উৎপাদন করেছেন। তিনি জলযানকে তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন– যাতে তাঁর অনুমতিক্রমে তা সমুদ্রে বিচরণ করে

بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۖ

বিআমরিহী, ওয়া সাখ্খারা লাকুমুল্ আন্হা-র্। ৩৩। ওয়া সাখ্খারা লাকুমুশ্ শাম্সা ওয়াল্ ক্বামারা দা—ইবাইনি,

এবং তিনি নদ-নদীকেও তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন। (৩৩) আর তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন সূর্য ও চন্দ্রকে– যা সর্বদা আবর্তন

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعُدُّوا

ওয়া সাখ্খারা লাকুমুল্ লাইলা ওয়ান্ নাহা-র্। ৩৪। ওয়া আ-তা-কুম্ মিন্ কুল্লি মা-সাআল্তুমূহু ; ওয়া ইন্ তা'উদ্দূ

করে এবং তোমাদের জন্য নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে। (৩৪) তোমরা তাঁর কাছে যা চেয়েছ তা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। আর তোমরা

৫ ع ৭ ১৭ রুকূ

نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ

নি'মাতাল্লা-হি লা- তুহ্‌সূহা-; ইন্নাল্‌ ইন্‌সা-না লাজালূমুন্‌ কাফ্‌ফা-র্‌। ৩৫। ওয়া ইয্‌ ক্বা-লা ইব্‌রা-হীমু রাব্বিজ্‌

আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যাচারী ও অকৃতজ্ঞ। (৩৫) স্মরণ করুন, যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, 'ওগো মাবুদ!

اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ اِنَّهُنَّ

'আল হা-যাল্‌ বালাদা আ-মিনাওঁ ওয়াজ্‌নুবনী ওয়া বানিয়্যা আন্না'বুদাল্‌ আছ্‌না-ম্‌। ৩৬। রাব্বি ইন্নাহুন্না

এ নগরীকে আপনি নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখুন।' (৩৬) 'হে আমার প্রতিপালক! এ সব

اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ ۚ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ ۚ وَمَنْ عَصَانِيْ فَاِنَّكَ

আদ্বলাল্‌না কাছীরাম্‌ মিনান্না-সি, ফামান্‌ তাবি'আনী ফাইন্নাহূ মিন্নী, ওয়ামান্‌ আছা-নী ফাইন্নাকা

প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সেই আমার দলভুক্ত হবে; কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে আপনি তো নিশ্চয়

غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٣٦﴾ رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ

গাফূরুর রাহীম্‌। ৩৭। রাব্বানা~ইন্নী~আস্‌কানতু মিন্‌ যুররিয়্যাতী বিওয়া-দিন্‌ গাইরি যী যার'ইন্‌ 'ইন্‌দা

ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (৩৭) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার সন্তানকে আপনার পবিত্র কা'বা গৃহের অতি নিকটে ফসলহীন অনাবাদ স্থানে আবাদ

بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۙ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْٓ

বাইতিকাল্‌ মুহার্‌রামি রাব্বানা- লিইউক্বীমুছ্‌ ছালা-তা ফাজ্‌'আল্‌ আফ্‌ইদাতাম্‌ মিনান্‌ না-সি তাহ্‌ওয়ী~

করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। তাই আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফল-মূল

اِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ

ইলাইহিম্‌ ওয়ার্‌যুক্বহুম্‌ মিনাছ্‌ ছামারা-তি লা'আল্লাহুম্‌ ইয়াশ্‌কুরূন। ৩৮। রাব্বানা~ইন্নাকা তা'লামু

দ্বারা জীবিকা দান করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।' (৩৮) 'হে আমাদের প্রতিপালক! নিশ্চয় আপনি

مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝

মা- নুখ্‌ফী ওয়ামা- নু'লিনু ; ওয়ামা- ইয়াখ্‌ফা- 'আলাল্লা-হি মিন্‌ শাইয়িন্‌ ফিল্‌ আর্‌দ্বি ওয়ালা-ফিস্‌ সামা—ই।

জানেন যা আমরা গোপন করি এবং যা আমরা প্রকাশ করি। আসমান ও যমীনের কোন কিছুই আল্লাহ্‌র কাছে গোপন নয়।'

﴿٣٨﴾ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ ۗ اِنَّ رَبِّيْ

৩৯। আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী ওয়াহাবালী 'আলাল্‌ কিবারি ইস্‌মা-'ঈলা ওয়া ইস্‌হা-ক্বা ; ইন্না রাব্বী

(৩৯) 'প্রশংসা আল্লাহ্‌রই, যিনি আমাকে আমার বার্ধক্যে ইস্‌মাঈল ও ইস্‌হাককে দান করেছেন। নিশ্চয়, আমার প্রতিপালক প্রার্থনা

○ টীকা (আঃ ৩৭) ঃ যেন তারা দূর-দূরান্ত হতে এখানে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করে। ফলে এখানকার বসতির জাঁক-জমক বৃদ্ধি পাবে। (বঃ কোঃ) ○ টীকা (আঃ ৩৮) ঃ হযরত ইবরাহীমের দুই বিবি ছিল– ছারাহ্‌ ও হাজেরাহ্‌। এদের উভয়ের মধ্যে মনোমিল ছিল না। তজ্জন্য হযরত ইবরাহীম, হাজেরা ও হাজেরার পুত্র হযরত ইসমাইলকে তথায় নিয়ে আসলেন– যেস্থানে এখন মক্কা শহর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই প্রকাশ্য তো হযরত ইবরাহীমের শাম দেশ হতে আগমনের কারণ হচ্ছে তাঁর দুই বিবির মধ্যে মনোমালিন্য বা কলহ-ঝগড়া। কিন্তু আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, পর্বতময় মক্কায় অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনার ব্যবস্থা করা। (কুঃ কারীম)

لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٤٠﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ

লাসামী'উদ্ দু'আ—ই। ৪০। রাব্বিজ্ব 'আল্‌নী মুক্বীমাছ্ ছ্বালা-তি ওয়া মিন্ যুর্‌রিয়্যাতী, রাব্বানা- ওয়া তাক্বাব্বাল্

শুনে থাকেন।' (৪০) 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে এবং আমার বংশধরদেরকে নামায কায়েমকারী করুন। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের দুআ'

دُعَاءِ ﴿٤١﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤٢﴾ وَلَا

দু'আ—ই। ৪১। রাব্বানাগ্ ফিরলী ওয়া লিওয়ালিদাইয়্যা ওয়ালিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল্ হিসা-ব্। ৪২। ওয়ালা-

কবুল করুন।' (৪১) 'হে আমার প্রতিপালক! যেদিন হিসাব হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।' (৪২) তোমরা

تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ

তাহ্‌সাবান্নাল্লা-হা গা-ফিলান্ 'আম্মা- ইয়া'মালুয্ জা-লিমূনা ; ইন্নামা- ইউআখ্‌খিরুহুম্ লিইয়াওমিন্ তাশখাছু ফীহিল্

কখনও মনে করো না যে, জালিমরা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ গাফেল। তিনি তাদেরকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দেবেন– যেদিন তাদের চক্ষুসমূহ হয়ে

الْأَبْصَارُ ﴿٤٣﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْئِدَتُهُمْ

আব্‌ছা-র। ৪৩। মুহ্‌ত্বি'ঈনা মুক্বনি'ঈ রুঊসিহিম্ লা-ইয়ারতাদ্দু ইলাইহিম্ ত্বারফুহুম, ওয়া আফ্‌ইদাতুহুম্

যাবে বিস্ফোরিত। (৪৩) তারা মাথা উর্ধ্বমুখী করে ভীত-বিহ্বল হয়ে দৌড়াতে থাকবে, তাদের প্রতি তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের মন

هَوَاءٌ ﴿٤٤﴾ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا

হাওয়া—উন্। ৪৪। ওয়া আন্‌যিরিন্ না-সা ইয়াওমা ইয়া'তীহিমুল্ 'আযা-বু ফাইয়াকূলুল্লাযীনা জালামূ রাব্বানা~

অপ্রকৃতস্থ হয়ে যাবে। (৪৪) যেদিন তাদের কাছে আযাব উপস্থিত হবে আপনি মানুষকে সেদিনের ভয় প্রদর্শন করুন। তখন জালিমরা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক !

أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا

আখ্‌খিরনা~ইলা~আজালিন্ ক্বারীবিন্ নুজিব দা'ওয়াতাকা ওয়া নাত্তাবি'ইর্ রুসুলা ; আওয়ালাম্ তাকূনূ~

আমাদেরকে কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহবানে সাড়া দেব এবং রসূলগণকে অনুসরণ করব।' তখন বলা হবে– তোমরা কি ইতিপূর্বে

أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٥﴾ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا

আক্বসাম্‌তুম্ মিন্ ক্বাবলু মা-লাকুম্ মিন যাওয়া-ল্। ৪৫। ওয়া সাকান্‌তুম্ ফী মাসা-কিনিল্লাযীনা জালামূ~

শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের কোন পতন নেই ? (৪৫) যদিও তোমরা বসবাস করতে তাদের আবাসভূমিতে– যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল

أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٦﴾ وَقَدْ مَكَرُوا

আন্‌ফুসাহুম্ ওয়া তাবাইয়্যানা লাকুম্ কাইফা ফা'আল্‌না- বিহিম্ ওয়াদ্বারাব্‌না-লাকুমুল্ আমছা-ল্। ৪৬। ওয়া ক্বাদ মাকারূ

এবং তাদের সাথে আমি কি করেছিলাম তাও তোমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তোমাদের জন্য অনেক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছিলাম। (৪৬) তারা ভীষণ

مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝

মাক্‌রাহুম্ ওয়া 'ইন্‌দাল্লা-হি মাক্‌রুহুম্ ; ওয়া ইন্ কা-না মাক্‌রুহুম্ লিতাযূলা মিন্‌হুল্ জিবা-ল্।

চক্রান্ত করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র সামনেই ছিল তাদের চক্রান্ত। যদিও তাদের চক্রান্ত এমন ছিল না– যাতে পর্বত টলে যায়।

﴿٤٧﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝

৪৭। ফালা- তাহ্‌সাবান্নাল্লা-হা মুখ্‌লিফা ওয়া'দিহী রুসুলাহূ ; ইন্নাল্লা-হা 'আযীযুন্ যুনতিক্বা-ম্।
(৪৭) সুতরাং আল্লাহর ব্যাপারে ধারণা কর না যে- তিনি তার রাসূলগণের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রতিশোধ পরায়ণ।

﴿٤٨﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ

৪৮। ইয়াওমা তুবাদ্দালুল্ আরদ্বু গাইরাল্ আরদ্বি ওয়াস্ সামা-ওয়া-তু ওয়া বারাযু লিল্লা-হিল্ ওয়া-হিদিল্
(৪৮) আর যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবীতে পরিণত হবে এবং আকাশসমূহও পরিবর্তিত হবে; আর মানুষ পরাক্রমশালী আল্লাহর সম্মুখে

الْقَهَّارِ ﴿٤٩﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ ﴿٥٠﴾ سَرَابِيْلُهُمْ

ক্বাহ্‌হা-র্। ৪৯। ওয়া তারাল্ মুজ্‌রিমীনা ইয়াওমাইযিম্ মুক্বার্‌রানীনা ফিল্ আছ্‌ফা-দ্। ৫০। সারা-বীলুহুম্
উপস্থিত হবে- (৪৯) সেই দিন অপরাধীদের পরস্পরকে দেখবে হস্তপদ-শৃঙ্খলিত অবস্থায়। (৫০) তাদের পোষাক হবে

مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥١﴾ لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا

মিন্ ক্বাত্বিরা-নিওঁ ওয়া তাগ্‌শা- উজূহাহুমুন্ না-র্। ৫১। লিইয়াজ্‌যিয়াল্লা-হু কুল্লা নাফসিম্ মা-
আলকাতরার এবং অগ্নি তাদের মুখমন্ডল আচ্ছন্ন করে ফেলবে, (৫১) যাতে আল্লাহ্ প্রত্যেক অপরাধীর কৃতকর্মের প্রতিফল দিতে

كَسَبَتْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥٢﴾ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا

কাসাবাত্ ; ইন্নাল্লা-হা সারী'উল্ হিসা-ব্। ৫২। হা-যা- বালা-গুল্ লিন্না-সি ওয়ালিইউন্‌যারূ
পারেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর। (৫২) এটি মানুষের জন্য এক বার্তা- যাতে তারা এর দ্বারা

৭ ع ২১ ১৯ রুকূ

بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْۤا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ ع

বিহী ওয়া লিইয়া'লামূ~আন্নামা- হুওয়া ইলা-হুওঁ ওয়া-হিদুওঁ ওয়ালিইয়ায যাক্কারা উলুল্ আল্‌বা-ব্।
সতর্ক হয় এবং জানতে পারে- তিনিই একমাত্র ইলাহ এবং যাতে চিন্তাশীলরা উপদেশ গ্রহণ করে।